

সূচনা।

যা দেখি, তাই লিখি। যা দেখিতেছি, তাই লিখিতেছি। নাটক লিখিলাম। এ নাটকে সমাজ-চিত্র। নাটকের ব্যষ্টিচরিত্রে সমাজের একটা সমষ্টিচরিত্রের পরিচয়াভাস। সমাজে কু সু দুই চরিত্রই দেখিতে পাই। চরিত্রপ্রভাবের ঘাত-প্রতিঘাতে সমাজাঙ্গের স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্য বুঝাইবার পক্ষে সাহিত্যই সদুপায়। কোথায় আঘাত, কোথায় আরাম; কোথায় কে আততায়ী, কোথায় কে আত্মীয়, সমাজের অধিকাংশ লোকই তাহা বুঝিতে পারে; কিন্তু সবাই বুঝাইতে পারে না। বাণীর সাধনায় বুঝাইবার শক্তি আসে বটে; কিন্তু সে শক্তি কয় জনের?

আমার সে সাধনা কৈ? তবে এ নাটক লেখার বিড়ম্বনা কেন? সমাজের শোচনীয় দৃশ্যাভিঘাতে প্রাণের ভিতর যে ব্যাকুলতা আসিয়াছে, সেই ব্যাকুলতায় প্রাণ যেন কি ছন্দে কাঁদিয়া সেই ছন্দোময়ী জননী বাণীর চরণসরোজে লুটাইয়া পড়িয়াছিল। তাই বুঝি ভগবতী ভারতী অভয় বরদানে আমার বুকের মাঝে সমাজ-চিত্র ফুটাইয়া দিয়াছিলেন।

অন্তরে যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, বাহিরে তাহা প্রকট করিবার প্রয়াসমাত্র। এ প্রয়াস সফল কি বিফল, সহৃদয় পাঠক বিচার করিবেন। আমার ভরসা কেবল মায়েরই করুণা।

যে ব্রহ্মণ্যবলে হিন্দু সমাজের চরমোন্নতি, সেই ব্রহ্মণ্যে মালিন্য

ঘটিয়াছে। সে মালিন্যের বিকাশ অধুনা বহু ব্রাহ্মণচরিত্রে। তবে ভগবৎকৃপায় এখনও এ বঙ্গভূমি প্রকৃত ব্রাহ্মণবর্জ্জিত হয় নাই। এখনও প্রকৃত ব্রাহ্মণ আছেন বলিয়া হিন্দু সমাজ আছে; কিন্তু অধোগতির তর তর তরঙ্গতোড়ে আর কত দিন টিকিবে? তাই ভাবিয়া অনেক সময়ে নৈরাশ্যের অবসাদে ডুবিয়া যাই। তখন সত্য সত্যই ব্রহ্মণ্যমালিন্যের বিভীষিকাময় চরিত্রগুলি চক্ষুর উপর ফুটিয়া উঠে; তবে যখন আবার ব্রহ্মণ্যদীপ্তিরাগের সাকার বিগ্রহ তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণ চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হন, তখন অবশ্য নৈরাশ্যের নিরসন হয়। এইরূপেই ঘাতপ্রতিঘাত আমার কিশোর জীবনে প্রতিনিয়তই চলিতেছে। সেই ঘাত-প্রতিঘাতের প্রবাহই আমার এই অকিঞ্চন নাটকেই পরিলক্ষিত হইবে। নাটকে যাহা একটি চরিত্রে, সমাজে তাহা বহু চরিত্রে। অধুনা বহু চরিত্র ব্রহ্মণ্যমালিন্যে বিমণ্ডিত। তাহাই ত ভয়ের কারণ।

ব্রহ্মণ্যের অধঃপতনের গতিরোধ ভিন্ন সমাজরক্ষার গত্যন্তর নাই। জানি বটে, এ কল্মষময় কলি যুগে এ অধঃপতনের গতিরোধ অসম্ভব; কেন না, ত্রিকালজ্ঞ দূরদর্শী ঋষিগণ এই বিভীষিকারই আভাস বর্ণাক্ষরে রাখিয়া গিয়াছেন। তবে নৈরাশ্যনিরোধেরও ব্যবস্থা আছে। অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহাই হউক; কিন্তু প্রতিষ্ঠার প্রতিরোধ হইবে কেন? শরশয্যাশায়ী দেবব্রত ব্রহ্মচর্য্য-বিগ্রহ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন,—"অদৃষ্টে যাহা হইবার তাহা ত হইবেই; কিন্তু পুরুষকারের প্রতিষ্ঠা যাইবে কোথায়?" সেই মহাবাণী স্মরণ করিয়াই আমি এই দুষ্কর দুরূহ নাটকরচনায়

প্রবৃত্ত হইয়াছি। মুমূর্ষু রোগীকেও ঔষধ খাওয়াইতে হয়। এই মরণাভিমুখ সমাজের দুর্গতিরোধের জন্য সদুপদেশ প্রয়োজনীয়। মরণ সময়েই ভগবান সহায়। মরণ সময়েই ভগবানের আবির্ভাবতার, ইহাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। আবার এই শাস্ত্রই বলিয়া থাকেন,—"মানব হতাশ হইও না, কর্ত্তব্য পালন করিয়া চল; পুরুষকারের প্রতিষ্ঠা রাখ।" ইহাই সাহিত্যিকের মূল মন্ত্র। আমি অকৃতী সাহিত্যিক, এ জনমে আমার সিদ্ধি অসম্ভব, কোন জনমে সে সিদ্ধি হইবে কি না জানি না; কিন্তু মায়ের কৃপায় আমি সাধনা ভুলি নাই। সে সাধনায় ঋষিবাণী স্মরণে রাখিয়া, এই নাট্যরচনায় অগ্রসর হইয়াছি। সেতুবন্ধনে কাষ্ঠবিড়ালের সহায়প্রয়াস মাত্র। ফলাফল শ্রীকৃষ্ণেই অর্পণ করিলাম।

নাটকের রচনা, মুদ্রাঙ্কন, কাগজ, বাঁধাই প্রভৃতির সুসম্পন্ন হওয়ার পক্ষে আমার অর্থসামর্থ্যে যতটুকু কুলাইয়াছে আমি সাধ্যপক্ষে ক্রটি করি নাই; কিন্তু মানুষ অপূর্ণ। চিরকালই অপূর্ণ থাকিবে। আমি ত সে বিধিবন্ধনের বাহিরে নাই; সুতরাং বলাই বাহুল্য, গ্রন্থে অনেক ক্রটিবিচ্যুতি ঘটিয়াছে। বর্ণাশুদ্ধি তাহার অন্যতম। আশা করি, সহৃদয় পাঠক স্বয়ং বর্ণাশুদ্ধি শোধন করিয়া লইয়া এ অকৃতীর কিঞ্চিৎ ভারলাঘব করিয়া লইবেন।

যে উপকারে প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা নাই, তাহাই সাত্ত্বিক উপকার। এমন উপকারী এখনও আছেন। ভগবৎকৃপায় আমি এমনই সাত্ত্বিক উপকারী পাইয়াছি। তাঁহারা নামের প্রত্যাশী নহেন; কিন্তু উপকার পাইয়া তাহা স্বীকার না করিলে, আমার

পক্ষে কর্ত্তব্যপালনের ত্রুটি অবশ্যম্ভাবী ; ফলে আমাকে প্রত্যবায়-ভাগী হইতে হইবে ; সুতরাং আমার পরম ভক্তিভাজন গুরুজন,—আমার স্বগ্রাম বাসী ব্রাহ্মণাদর্শ শ্রীযুক্ত কালীধন ভট্টাচার্য্য, ভীষকপ্রবর শ্রীযুক্ত অমরচাঁদ মুখোপাধ্যায়, আমার ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, আন্দুল ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত শিরীষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের নামোল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই নাটকরচনাতে ও প্রকাশপক্ষে আমায় উৎসাহ দিয়া তাঁহারা যে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত। কৃতজ্ঞ অনেকের নিকটে ; কিন্তু কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের তেমন ভাষাভাবের সম্পদসঞ্চয় কৈ ? তবে প্রত্যবায়পরিহার ত প্রয়োজনীয়। তাই আমার স্বগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নামোল্লেখ একান্তই কর্ত্তব্য। ইনি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূর্ব্ব এসিস্‌টেণ্ট লাইব্রেরিয়ান, অধুনা প্রাপ্তাবসর। তিনি সুধী, বিজ্ঞ, বিদ্বান, বিচক্ষণ। তিনি আমার ভক্তিভাজন ; তবে আমাকে আত্ম-মিত্রবৎ ভাবিয়া আমার সাহিত্যসংসারে সকল বিষয়েই সদুপদেশ দিয়া থাকেন। এক কথায় বলি, তিনি এই আলোচ্যনাটকের রচনা-প্রকাশ সম্বন্ধে আদ্যন্ত সাহায্য না করিলে, এ সাহিত্য-দরিদ্রের মনোরথ মনেই বিলীন হইয়া যাইত। আমি আর অধিক কি বলিব ? তিনি ব্রাহ্মণ, তাঁহার চরণে আমার কোটী কোটী প্রণাম।

আন্দুল-রাজবাটী, অক্ষয় তৃতীয়া,
তারিখ ১৫ই বৈশাখ,
সন ১৩২১ সাল।

ইতি গ্রন্থকারস্য

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ—

শিবশঙ্কর ন্যায়রত্ন	(পুরোহিত।)
বচনানন্দ	(ঐ চ্যালা।)
হরিদেব মুখোপাধ্যায়	(সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক।)
কৃষ্ণকান্ত	(ঐ পুত্র।)
বৃন্দাবন শিরোমণি	(পণ্ডিত ও পুরোহিতের মাতুল)
ভবঘুরে	(ছদ্মবেশী যোগানন্দ স্বামী)
মিত্তির খুড়ো	(হরিদেবের পিতার ধর্ম্মভ্রাতা)
	পুলিশ আড্ডাধারী ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ—

মাতঙ্গিনী	(পুরোহিতের স্ত্রী)
কমলা	(কৃষ্ণকান্তের মাতা)
প্রভাবতী	(ঐ স্ত্রী)
রাজলক্ষ্মী	(বৃন্দাবনের স্ত্রী)
প্রতিভা	(হরিদেবের বিধবা ভগ্নী)
কিরণ	(বেশ্যা)

প্রস্তাবনা।

(অপ্সরাগণ)

—০—

গীত।

স্বর্গ থেকে নেমে এলুম,
দেখ্‌তে এলুম কলির বাহার
রোজ দেখ্‌ছি নূতন নূতন
এবার দেখ্‌বো আরও মজার !
যজন যাজন অধ্যয়ন;
এই তিন নিয়ে ছিল ব্রাহ্মণ,
কলির দোষে এবার বুঝি
উল্‌টে গেল সবার ব্যাভার !

পুরোহিত।

প্রথম অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

হরিদেবের গৃহ।

(হরিদেব।)

হরি। তাই ত এবার দেখ্‌ছি ধর্ম্ম কর্ম্ম করা ভার হ'ল! দেশে একটী ভাল ব্রাহ্মণ নেই। বিদ্যারত্ন ভায়া স্বর্গীয় হওয়া অবধি দেশের যে কি কষ্ট হ'য়েচে, তা আর ব'লতে পারি না। একটা দিন দেখ্‌বার লোক নেই; নিজে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছি; ইংরেজি শিখেছি; কিন্তু ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব আমাতে নেই। কি করি, সাম্‌নে দিদির মহাব্রত; দেশ থাক্‌তে বিদেশ থেকে ব্রাহ্মণ নিয়ে কাজ কর্‌তে হবে।

(কমলার প্রবেশ)

কম। তা কেন ক'রতে হবে, আমাদের শিবশঙ্কর ফিরে এসেছে; কাশীতে মামার বাড়ী থেকে মামার কাছে

সব শিখে এসেছে। সে সব কর্ব্বে। দেশের লোক সব তার কাছে গেছে; তাকে পুরোহিত করে নিয়েচে। তুমিও যাও, তাঁকে পুরোহিত ক'রে নাও।

হরি। ভাব্‌ছি তাই, তাকেই বা কেমন ক'রে এত বড় কার্য্যের ভার দিই। হিন্দুর পুরোহিত বড় সোজা কথা নয় কমলা! বড় সোজা কথা নয়! ভাল যাই, দেখে আসি।

[হরিদেবের প্রস্থান।

(অপর দিক দিয়া কৃষ্ণকান্তের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ। (রুক্ষস্বরে) দশটা টাকার জন্যে অপমানিত হ'চ্ছি, রাস্তায় বেরোবার যো নেই, এত ক'রে তোমায় বল্লুম, তুমি দিলে না; আর আমি চাইব না।

কম। তোমায় টাকা দিতে তিনি বারণ ক'রেছেন। তাঁর মুখে শুনলুম, তুমি টাকা গুলো বাজে খরচ কর! আরও বল্‌লেন, তুমি বড় কুসঙ্গে মিশ্‌ছো; ও সব ত্যাগ কর।

কৃষ্ণ। যাও, একে নিজের ঘায়ের জ্বালায় জ্বলে মরছি, তার উপর নুনের ছিটে দেওয়া হ'চ্ছে! অই বেটা মিত্তির

বুড়ো বাবাকে যা বলে, বাবা তাই শুনে আমার কেবল দোষ দেখেন।

কম। তোমায় বল্‌ছি তাঁর নিন্দা ক'রো না! আমি সব শুনেছি, তোমারও পাওনাদার দিন দিন বাড়্‌চে। যত সব বয়াটে ছোড়া, তোমার সঙ্গী হ'য়েছে। প্রায় বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ ছলে বাহিরে রাত কাটিয়ে আসা হয়; বাপ মা এসব জান্‌তে পারে না? না বুঝ্‌তে পারে না?

কৃষ্ণ। (ক্রুদ্ধ স্বরে) ও সব মিথ্যা কথা। চল তুমি যাদের যাদের বাড়ী নিমন্ত্রণ হ'য়েছিল, চল; এখনি মুখে মুখে ভজিয়ে দিই। তুমিত বুঝবে না! বাবা ঐ মিত্তির বুড়োর কাছে যা শুনে আসে, সেই কথাই বেদবাক্যের মত বিশ্বাস করো! (পরে অভিমানস্বরে) না এ বাড়ীতে আর থাক্‌ব না, দোরে দোরে ভিক্ষে ক'র্ব্ব, এর চেয়ে ভিক্ষে ক'রে খাওয়া ভাল। ভিতরে এলেই তুমি, আর বাহিরে ত উনি খড়গ উঁচিয়েই আছেন! পোড়া বরাতে সকলেরই চক্ষুশূল হয়েছি।

কম। কৃষ্ণ! এত দিনত মিত্তির-বুড়ো কিছু বলে নি। এদ্দিন ত টাকা দিতে কোন কথা ক'ই নি। যখনি যা চেয়েছ, তখনই তাই পেয়েছ; তবে এখন এত

কৈফিয়ত তোমায় কেন দিতে হ'চ্ছে, বোধ হয়, মনে মনে তুমি বেশ বুঝতে পার্‌ছো।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, আমিও বুড়ো শালাকে একবার দেখে নেব। রাতদিন আমার পেছনে লাগা শালার এবার বার ক'র্ব্ব।

কম। (ক্রুদ্ধস্বরে) কৃষ্ণ এসব কি? এঁরা যাঁকে মান্য করেন, তুমি আমার সম্মুখে তাঁকে এমন ক'রে গাল দিচ্চ? তোমার এতদূর সাহস, তুমি আমার মুখের উপর উত্তর ক'চ্ছ। অধঃপাতে যাবার আর বাকি কি? এক বৎসর আগে আমার মুখের পানে চাইতেই সাহস কত্তে না; আর আজ এই ভাব! এই একটা বৎসরের মধ্যে এত বদলে গেলে!

কৃষ্ণ। বা বেশ ত! সে অন্যায় করে মিথ্যা কথা বাবাকে লাগাবে, আর আমি গালাগালি দিয়েছি, অপরাধ হ'ল আমার। বাঃ বেশ মজার বিচার!

কম। মেনে নিলুম, তারা মিথ্যা ক'রে তোমার বদনাম করে; কিন্তু বৌমার উপর তোমার যেরূপ ব্যাভার, তাতেই বুঝ্‌ছি, তোমা হ'তে এ নির্ম্মল বংশে নিশ্চয়ই কলঙ্ক হ'বে। তোমার পরে যে কি হবে, আমি এখন তা বেশ বুঝতে পাচ্ছি! (পরে কাতর স্বরে) তুমি

এখন উপযুক্ত হয়েছো—আমাদের আর হাত নাই। তোমার আখেরের কাজ তোমায় কর্ত্তে হবে? আবার বল্‌ছি, এখনও সাবধান হও।

[নিষ্ক্রান্ত।

কৃষ্ণ। এমন সুন্দর চেহারাখানা কি না একটা বুনো পাড়াগেঁয়ে মেয়ের জন্যে। সে স্ত্রীকে নিয়ে আমায় সংসার কর্ত্তে হ'বে! তা আমি পারব না। আমিত আর নিজে দেখে শুনে বিয়ে করি নি, যারা দিয়েছেন, তাঁরা ভুগবেন! আমার কি! আমি চল্লুম এই কিরণের বাড়ী। কিরণ! প্রাণ দিয়ে ভাল বেসেছি। আহা! সেও আমায় কত ভাল বাসে! (ঘড়ীতে ৩টা বাজিল) না আর দেরি ক'র্ব্ব না, কিরণ আজ বিশেষ ক'রে যেতে বলেছে।

[প্রস্থান।

২য় দৃশ্য।

পুরোহিতের বহির্ব্বাটী

পুরোহিত ও গ্রাম্য লোকগণ।

১ম গ্রাম্য। বাবাঠাকুর একটা ভাল দিন দেখে দাও। একটি মাত্র মেয়ে। তার শ্বশুর নিতে এয়েছে।

পুরো। (পঞ্জিকা দেখিয়া) পরশ্ব ভাল দিন আছে। যদি মেয়ে পাঠাইতে হয়, তবে ঐ দিনেই পাঠাইবে।

১ম গ্রাম্য। বাবা ঐ একটী মেয়ে! আমার বড় দুঃখ-কষ্টের ঐ একটী মাত্র স্নেহপুত্তলি।

পুরো। অতশত বুঝিনি, একটী হ'ক, দশটী হ'ক, আমায় জিজ্ঞাসা ক'রলে ভাল দিন দেখে দিতে, ভাল দিন দেখে দিলুম। এখন আমার দক্ষিণা দাও।

১ম গ্রাম্য। (একটী আধুলী পদতলে রাখিয়া) প্রণাম হই বাবাঠাকুর!

[প্রস্থান।

২য় গ্রাম্য। দাদাঠাকুর কবে একাদশী গা? পিসী জিজ্ঞেস করেছে।

পুরো। দক্ষিণে এনেছিস্?

২য় গ্রাম্য। হ্যাঁ দাদাঠাকুর এই এক রেক চাল এনেছি। বড়ই দুঃখী আমরা, অতি কষ্টে এই চাল এনেছি।

পুরো। (বিরক্ত হইয়া) নে, নে, রাখ্, এই খানে রাখ্, (পরে পঞ্জিকা দেখিয়া) আজ সপ্তমী, কাল অষ্টমী, পরশ্ব একাদশী। যা, যা, আর বিরক্ত করিস্‌নে।

২য় গ্রাম্য। (প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

[পুরোহিতের প্রস্থান।

৩য় গ্রাম্য। (৪র্থের প্রতি) ওহে চল, এ বেটা অর্থ-পিশাচ! কই আগেকার বাবাঠাকুর ত এমন সামান্য বিধানের জন্য পয়সা চাইতেন না। এরূপ নীচ ভাবে কথাবার্ত্তা কইতেন না। তাঁকে দেখলে যেন দেবতা ব'লে মনে হ'তো। মাথাটী আপনা আপনি তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়্‌তো।

৪র্থ গ্রাম্য। কার সঙ্গে তুলনা কর্‌চ দাদা! যে সব মহাত্মা যান, তাঁদের স্থান পূর্ণ করবার আর কেউ আসেন না। সেই তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণ দীনের আশ্রয় আশ্রয়হীনের আশ্রয়স্থান ছিলেন। আর এ ব্যাটার ভাব দেখ না! যেন একটা কিম্ভূতকিমাকার, দেখ্‌ছো ত যদিও নিতান্ত ব্যবসার খাতিরে পড়ে ঐ কাপড়টী পরা হয়েছে। মাথাটীর উপর ক্ষৌরকার্য্য করা হয়েছে, কেন না, বাহ্যাড়ম্বর না দেখালে ত ব্যবসা জমিবে না। (পরে নিম্ন কণ্ঠে) আমার ভাই মনে হয়, ভিতরে ঐরূপ।

৩য় গ্রা। সে ঈশ্বর জানেন; আর উনিই জানেন; তবে একটী কথা আছে, যে গাছে খুব ধান হয়, সে অবনত মস্তকে থাকে, আর যে গাছে ধান হয় না, সে একেবারে সোজা হয়ে থাকে। দেখনি তার ব্যবহার!

অত বড় পণ্ডিত ত ছিলেন, কখন অহঙ্কার দেখেছো ? ইতর ভদ্র সকলের উপর সমান ব্যবহার ! এক দিনের কথা বলি শোন,—মাঝের পাড়া থেকে কিনু দালাল এসেছে ;—তার কন্যাটী প্রসব হতে পারেনি মারা গেছে। বুড়ো পাঁচ ক্রোশ হেঁটে শোকে দুঃখে আধ-মরা হয়ে ত পড়ল। আমি ছিলুম সেখানে ব'সে ; বাবাঠাকুর গেছলেন অন্দরে কি একটী কাজে। আমায় দেখে ত বুড়োর কান্না ! অনেক করে বুঝিয়ে ত থামালুম ! তার পর বাবাঠাকুর এসে সমস্ত শুনলেন, কিনুকে এমন উপদেশ দিতে লাগ্‌লেন, নিজের ভাইয়ের মত তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে, কাতর কণ্ঠে এমনই সব সান্ত্বনার কথা বল্লেন যে, আমার পর্য্যন্ত অশ্রুরোধ করা ভার হয়েছিল। পরে তিনি কিনুকে প্রকৃতিস্থ করলেন। একটু সরবত ও কিছু ফলমূলও অনেক জেদ করে খাওয়ালেন। তার পর উনি ত বিধান দেবার জন্য পাঁজী দেখিতে লাগিলেন। দেরী করবার ত জো নাই, কারণ ওদিকে শব পচ্‌ছে, কিনু গেলে তবে সেই শব দাহ হবে। এমন সময় বড় বাড়ীর ন বাবু আফিসের পোষাকে এসে হাজির, বল্লেন— বিদ্যারত্ন ভায়া ! এই কাগজখানি দেখে দাও ত।

আমার এক বন্ধু, তার পিতৃশ্রাদ্ধ, তারই পত্র। তাদের দেশের পণ্ডিত লিখে দিয়েছে, আজই ছাপতে যাবে। একবার দেখে দাও ভায়া। বাবাঠাকুর বল্লেন, এখন সময় নেই, ওবেলায় আসবেন; নচেৎ একটু বিলম্ব করুন। এই না শুনে, ন বাবু ত রেগে কাগজখানা নিয়ে চলে গেলেন। কিছু ক্ষণ পরে কিনুকে বিধান দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন, তার পর হেসে আমায় বল্লেন, মাধব! ঁর কার্য্যে আর এঁর কার্য্যে বিস্তর প্রভেদ আছে।

৪র্থ গ্রা। আহা, শুধু গুরু ছিলেন না, দেশের মা বাপ ছিলেন, এমন লোকও যায়!

৩য় গ্রা। শোন আগে; এ ত সামান্য কথা। তিনি প্রাতে উঠতেন; সন্ধ্যা আহ্নিক শেষ করে গ্রাম প্রদক্ষিণ কর্‌তেন। কে কেমন আছে, পূর্ব্বদিন যারে চিকিৎসা করেছেন, তার অবস্থা কিরূপ, কেহ পথ্য পাইল কিনা, এই সব তত্ত্ব নিতেন। এরূপ কার্য্য শেষ করিয়া, বেলা দ্বিপ্রহরের পর গৃহে আসতেন। পরে চণ্ডী-মণ্ডপে বসিয়া বিধান দিতেন। সন্ধ্যার সময় স্বপাকে হবিষ্যান্ন করিতেন, তার পর সমস্ত রাত্রি পীড়িতের সেবাশুশ্রূষা, দুঃখী লোকের পথ্য নিজগৃহ হইতে

দিতেন; দীন, আতুর, অনাহারী, তাদের ত সাহায্য আছেই। আবার কেউ দূর হইতে বিধান লইতে আসিলে, তাহাকে উত্তমরূপ আহার করাইয়া বিশ্রাম করাইয়া শেষ তার যাবার সময় বিধানটী দিতেন। সামান্য বিধানে ত অর্থ নিতেন না, আবার এমন বিধান দিতেন, যাতে খুব ব্যয় কম অথচ শুদ্ধ হওয়া যায়। আহা বাবাঠাকুরের আর কত গুণ ব'লবো! তাই ত হে বেলা হয়ে গেল! চল না হয়, দুক্রোশ হেঁটে ওপাড়ায় গোপী পণ্ডিতের বাড়ী যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

পুরোহিতের প্রবেশ।

পুরো। কই বচনানন্দ ত এখনও এল'না; বুঝি সব নষ্ট ক'রলে। ব্যাটা বদ্ধ পাগল কি করতে কি কর্‌বে, কে জানে।

বচনানন্দের প্রবেশ।

বচ। (প্রণাম করিয়া) গুরুদেব সব নিষ্ফল! সব নিষ্ফল! তোমার ঐ মুণ্ডিত মস্তক, শ্মশ্রুগুম্ফহীন বদন, রক্তবর্ণ ভাঁটার ন্যায় চক্ষু;—সে বেটীকে মোহিত কর্‌তে পারলে না। যেই বললুম ও গো জেলেনী! তোমায় গুরুদেব স্মরণ করেছে, বেটী যেন কেউটে

সাপের মত ফণা বার ক'রে গর্জ্জে উঠলো; ব'ল্লে ফের যদি তোর গুরুদেব বা তুই এই পাপ কথা মুখে আনবি, এই বঁটী দিয়ে নাক কাটব। সে হাত ঘুরুণী দেখে আমি ছুট দিলুম। একেবারে তোমার দরজায় এসে হাঁপ ছাড়লুম। (পরে নাক কাণ মলিয়া) না না গুরুদেব, ওবেটীর কাছে আর নয়!

পুরো। এতদূর স্পর্দ্ধা! আমি ডাকলুম আসা হ'লো না। এর প্রতিশোধ নেবোই নেবো। (পরে বচনানন্দের দিকে চাহিয়া) যদি যথার্থ তুমি আমার শিষ্য হও, তা হ'লে একাজে প্রাণপণ কর্‌বে।

হরিদেবের প্রবেশ।

আসুন, আসুন, (একখানি কুশাসন দেখাইয়া) বসুন। এইমাত্র আপনারই নাম কচ্ছিলেম। ভবদীয় মহাত্মার আগমনে আমি বড়ই সুখী।

হরি। (নমস্কারান্তে) আপনার নাম শুনে দেখতে এলুম। এই পণ্ডিতশূন্য দেশে আপনি শিক্ষিত হয়ে এসেছেন, এ আমাদের দেশের সৌভাগ্য, দশের সৌভাগ্য, (পরে ধীরে ধীরে) যদি কিছু মনে না করেন ত, একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব কি?

পুরো। বলুন, জিজ্ঞাসা করুন, আপনি জিজ্ঞাসা কর্‌বেন তা আবার আমার অনুমতির প্রতীক্ষা!

হরি। মহাশয়ের কি পর্য্যন্ত পড়া হয়েছে?

পুরো। (হাসিয়া) এই ন্যায়, দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার (ভাবিয়া) এই এই—

বচ। শুনবেন! শুনবেন! আমার গুরুদেবের গুণ শুনবেন এই—

ন্যায়েতে ন্যায়রত্ন,
শিরোরত্ন স্মৃতিতে
কাব্যেতে কাব্যরত্ন
আগমবাগীশ তন্ত্রেতে
এই এই আরও দর্শনে—

পুরো। (বাধা দিয়া অত্যন্ত আনন্দে) ও পাগল! ওর কথা শুন্‌বেন না, ওর কথা শুন্‌বেন না।

হরি। প্রকৃত কথা বলছেন, উচিত কথা বলছেন, বড়ই সুখী হলুম, ভাবনার দায় থেকে উদ্ধার হলুম। তবে ও বেলায় আস্‌বো। একটী গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিব (প্রণাম করিয়া) এখন্ আফিসের বেলা হলো আসি।

পুরো। (বচনানন্দের পিঠ চাপড়াইতে চাপড়াইতে)

ওরে! তুই আমার প্রাণ বাঁচালি, আজ বড়ই আনন্দ হয়েছে। ইচ্ছে হচ্ছে, শিষ্য তোকে মাথায় রাখি; বড় মান বাঁচিয়েছিস, বড় বাঁচিয়েছিস, চল্ ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

(কিরণের গৃহ)

সজ্জিত গৃহ, গোধূলি সময়, একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া কিরণ উলের জামা বুনিতেছে এবং তাহার পায়ের তলায় একটী বিড়াল নিদ্রা যাইতেছিল।

কিরণ। (জামা ও উলকাটী রাখিয়া) কেন এল না? বোধ হয় বা হাত ছাড়া হলো। তা হলেত বড়ই বিপদ। এত যত্ন কল্লুম, এত ভালবাসা দেখালুম, সবই কি বিফল হ'ল। (পরে উঠিয়া পায়চারি করিতে করিতে গর্ব্বিত স্বরে) রমণীর যা কিছু অস্ত্র তার হৃদয় স্থলে বিঁধেছি, সে অস্ত্রে মানুষ ত ছার, স্বয়ং দেবতারা পর্য্যন্ত লুটিয়ে এসে পায়ের কাছে পড়ে। (গম্ভীর

স্বরে) না নিশ্চয়ই আসবে। (সিঁড়িতে জুতার শব্দ শুনিয়া) ঐ আসছে, যা ভেবেছি তাই—মহা অস্ত্র—এ অস্ত্রে লৌহবর্ম্ম ভেদ করে (পরে যথাস্থানে উপবেশন করিয়া উপরিলিখিত জামা লইয়া বসিল)।

(কৃষ্ণকান্তের প্রবেশ)

(চেয়ার হইতে উঠিয়া কিরণ কৃষ্ণকান্তকে বসাইয়া নিজে কিঞ্চিত দূরে সতরঞ্চের উপর বসিলেন। ইতিমধ্যে বিড়ালটী উঠিল)।

কিরণ। (বিড়ালকে কোলে লইয়া) মেনি যদি তুই না থাকতিস্ ; তা হলে বোধ হয়, আমি ম'রে যেতুম। দুটো কথা কইবার লোক নেই। হা ভগবান! তুমি কেন নারী সৃজেছিলে! (পরে কৃষ্ণকান্তের দিকে ফিরিয়া) বেশ আপনারা কেমন সুখী। হাল-হীন তরণীর মত, যে দিক হোক এক দিকে ছুটিতেছেন, আর আমরা—

কৃষ্ণ। (হাতদুটী ধরিয়া) কিরু! অমন কথা ব'লো না। একটু দেরী হ'য়েছে! কখনত এ রকম দেরী করিনি। আজ হ'য়ে গেছে, আমায় ক্ষমা কর।

কিরণ। (উঠিয়া কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া) সেই জন্যত মরেছি! কি দেখেছি কে জানে? যেন বুকে বুকে, হৃদয়ে

হৃদয়ে রেখেও সাধ মেটে না। (পরে কৃত্রিম গাঢ় স্বরে) প্রাণেশ্বর! আমায় ক্ষমা কর—(বলিয়া কৃত্রিম চক্ষু মুছিতে মুছিতে কৃষ্ণকান্তের বক্ষে মুখ লুকাইল)

(এমন সময় রাস্তা দিয়া জনৈক ভবঘুরে গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল)

কিরণ। ডাকুন না ওকে'—ও বেশ গাইতে পারে। ডাকুন বোধ হয় বা চলে গেল।

কৃষ্ণ। (বারাণ্ডা হইতে ডাকিল) (তৎপরে কিরণকে কহিলেন) তুমি গাও, ও কি গাইবে! তুমি আমার পাশে বস আর গাও, আমি স্বপনের আবেশের সঙ্গে সঙ্গে এ সৃষ্টি হ'তে চলে যাই।

(ভবঘুরের প্রবেশ।)

কিরণ। বসুন, আপনার বড় মিষ্টি গলা, আপনি গান্।

ভব। গাইব, হাঃ, হাঃ, হাঃ, তবে শোন—

গীত—

হাজার হোক "মা"ত বটে—
নির্দ্দয়ী তবু লোকে বলে—
ভিক্ষাই করি (আর) গাড়িই চড়ি—
(সে সব) আপন কর্ম্ম ফলে!

(এরা) কর্ম্মফল ও মানবে না, মা বলেও ডাকবে না,
লোভ করেছে মোক্ষপদ, নেবে এরা ফাঁকতালে।
তর্কের রাস্তা ছেড়ে দে—
ভক্তির জোরে ভাসিয়ে দে,
নির্ভর কর তোর যা কিছু পূজি মায়ের চরণকমলে !
তোর কুগ্রহ সব কেটে যাবে, জ্ঞানচক্ষু খুলে যাবে,
অনায়াসে মুক্তি পাবে, মায়ের চরণ-কৃপাবলে ॥

কৃষ্ণ। (ভয় জড়িত কণ্ঠে) ওসব কি গান ; নানা ওসব নয়—(পরে কিরণের দিকে চাহিয়া) ওকে যেতে বল, ওগান আমার ভাল লাগে না ! তুমি গাও কিরু।

কিরণ। (ভবঘুরের প্রতি) আপনি একটা প্রেমের গান গান্।

ভব। শুনবে—হাঃ ! হাঃ ! হাঃ ! শোন।

গীত।

(এখন) আছিস ভুলে তুই নারীর প্রেমে,
ভাল কথা তোর যাবেনা কানে,
বুঝবি যখন কৃত্রিম সব "ঐ"
(তুই) ডুব্‌বিনি আর অসার প্রেমে।

কৃষ্ণ। (রুষ্টস্বরে) থাক ওসব গান। তুমি যাও—(একটী টাকা দিয়া) যাও—

[ধীরে ধীরে ভবঘুরের প্রস্থান।

কিরণ। ওর গানে কি একটা শক্তি আছে, বড় মন খারাপ হয়ে যায়। কি জানি, কি একটা অজানিত ভয়ে আমার সর্ব্ব শরীর আতঙ্কে শিউরে উঠে। (পরে উঠিয়া হারমোনিয়ম লইয়া)

কিরণ। না, ভাল লাগচে না (কৃষ্ণকান্তের প্রতি) এস একটু মদ খাই।

কৃষ্ণ। না ওটা নয়, তুমি ও অনুরোধটা ক'র না। আমার মাতৃ-আজ্ঞা, আমায় ক্ষমা ক'রো।

কিরণ। (অভিমান স্বরে) আমি ঘৃণিত বেশ্যা, তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার সহিত, না না—আমি তোমার অযোগ্য! ছাড়তে পারছি না কি যেন কি ভাবে দেখিছি (কৃত্রিম চক্ষু মুছিতে লাগিল)

কৃষ্ণ। না না তা বলিনি—তবে মাতৃ-আজ্ঞা—এই জন্য (কি করি চুপি চুপি খাব কেউত দেখ্‌বে না) (উঠিয়া) দাও, একটু খাব, মন বড় খারাপ হ'য়েছে।

কিরণ। (উঠিয়া) (নিকটস্থ আলমারি হইতে মদ্য এবং উপকরণাদি বাহির করিয়া একটী ছোট পাত্রে

খানিকটা ঢালিয়া কৃষ্ণকান্তের মুখের কাছে ধরিল)

কৃষ্ণ। আগে তুমি প্রসাদ কর।

কিরণ। (একটু খাইয়া) (আদর করিয়া) এবার খাও। তোমার ভাবনা চিন্তা থাকবে না, কেবল স্ফূর্ত্তি,—অফুরন্ত স্ফূর্ত্তি! খেয়ে দেখ—

কৃষ্ণ। (অতিকষ্টে খাইয়া) গেলুম; বুক জ্বলে গেল— কি খাওয়ালে কিরণ—

কিরণ। একটু চুপ কর ও সব কিছু নয়—এখনি সেরে যাবে। (কৃষ্ণকান্ত ও কিরণ উভয়ে মদ্যপান করিতে করিতে অচৈতন্য হইলেন)।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—ভবঘুরের কুটীর।

সময়—রাত্রি দ্বিপ্রহর।

ভবঘুরে তাহার শিষ্যগণের সহিত পরামর্শ করিতেছিল।

১ম শিষ্য। প্রভু, আপনার শ্রীমুখ হ'তে যাহা অবগত হ'লেম, তা'তে বুঝেছি, এখানে আপনাকে অনেক দিন অবস্থান করতে হবে।

ভব। তোমার অনুমান মিথ্যা নয়। কারণ, এদের সুপথে আনতে, এদেশের প্রতি দেশবাসীর সহানুভূতি আন্‌তে, এখন অনেক দিন বিলম্ব কর্‌তে হবে। (৩য় শিষ্যের প্রতি) জ্ঞানানন্দ তোমার সংবাদ কি ?

৩য় শিষ্য। প্রভু, আপনার আদেশক্রমে সেখানে উপস্থিত হলুম; কিন্তু যা দেখলুম, তার ঠিক পরিচয় দিতে এ দাস অপারগ। তবু শুনুন—ব্রাহ্মণে সন্ধ্যা আহ্নিক ছেড়ে দিয়েছে; চণ্ডালের অন্ন নির্ব্বিবাদে গ্রহণ কর্‌ছে; একটীও বিদ্যালয় নাই; দেবমন্দির জঙ্গলে পরিণত হয়েছে; দেশবাসী অনাচারী ;—তারা ব্রাহ্মণ দেখ্‌লে মস্তক অবনত করে না, সে যে দেশের উপর কি একটা পাপের তাণ্ডব নৃত্য তাঁর সম্যক্ পরিচয় দিতে আমি সম্পূর্ণ অসমর্থ।

ভব। জ্ঞান! তোমায় আদেশ করিবার পূর্ব্বে আমি স্বয়ং সে দেশ দেখে এসেছি। এখন কার্য্যোদ্ধার করে এসেছো ত ?

৩য় শিষ্য। গুরুদেব! আপনি যখন সে দেশে পদার্পণ ক'রেছিলেন, তখন সে কার্য্যোদ্ধার ত আগেই হ'য়েছে; এ দাস নিমিত্ত মাত্র।

ভব। জ্ঞান! এখন বুঝলুম, আমি জগদীশ্বরের নাম নিয়ে

যে ব্রত নিয়েছি, তোমাদের মত নিঃস্বার্থ, পরদুঃখ-কাতর শিষ্যসাহায্যে আমি তা সম্পূর্ণরূপে উদ্যাপন ক'রতে পারবো। হে মহাপ্রাণ উদারচেতা শিষ্যগণ! আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর, ঈশ্বর তোমাদের সৎকর্ম্মের পুরস্কার প্রদান করিবেন।

১ম শিষ্য। প্রভু, আপনারই চরণস্পর্শে, আপনারই উপদেশে, এ দাসেরা কর্ত্তব্যপথ চিনেছে।

ভব। বৎসগণ, তোমরা সকলেই কর্ম্মবীর, তোমাদের বেশী কিছু বলিবার নেই; তবে সর্ব্বদা স্মরণ রেখো, যে কর্ত্তব্য নিয়ে তোমরা গৃহত্যাগী, সেই মহৎ কার্য্য সমাধা করা আর সেই জগৎপিতার সাধনা করা একই, তবে পার্থক্য এই,—একাকী নির্জ্জনে তপস্যা করা নিজের জন্য, এ সমাজের জন্য, এর পুরস্কার তদপেক্ষা বেশী।

২য় শিষ্য। প্রভু আমার একটী নিবেদন আছে, মাঝের—

ভব। তুমি এতক্ষণ আমার চক্ষের সম্মুখে র'য়েছো; কিন্তু তোমায় দেখ্‌তে পাইনি, কিছু মনে ক'রো না। সর্ব্বদা চিন্তাভারাক্রান্ত। তোমার সংবাদ কি হাবুল?

২য় শিষ্য। আমার উপর মাঝের গাঁয়ে যাবার আদেশ ছিল। উপস্থিত হ'য়ে দেখলেম, মাত্র তিনটী ঘর

ব্রাহ্মণের বাস। আর সমস্ত ধনী ব্যবসায়ী। প্রথম ত এক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি বলে পরিচয় দিলাম। তিনিও মিষ্ট কথায় তুষ্ট ক'রে, বিদায় দিলেন; দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের আবাসে উপস্থিত হ'লেম, উক্তরূপ পরিচয় পেয়ে বল্লেন, বাপুহে এ গৃহ অশুচি; এখানে হবে না। ক্ষুণ্ণ হয়ে বিদায় নিলাম। তৃতীয়ের গৃহে উপস্থিত। তিনিত কথাই ক'ন না, অনেক ক'রে দুঃখের কথা জানাতে তিনি গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, "অত বড় চেহারা, হাত পা আছে, খেটে খেতে পা'র না?" আমি বিনীত ভাবে উত্তর দিলুম, "আজ্ঞে এখানে এসেছি একটা কাজে, দিনকয়েক শুধু অবস্থান ক'রবো; বেশী দিন আপনাকে কষ্ট স্বীকার ক'ত্তে হ'বে না।" বিরক্ত হ'য়ে তিনি বল্‌লেন, "অমন অনেক জুয়াচোর আসে হে, তোমার মত, তোমায় স্থান দিলুম শেষে কোন্ দিন ঘটী বাটীগুলো নিয়ে সরে পড়্‌বে" এইকথা ব'লে তিনি ত উঠে চলে গেলেন। কাজেই বাধ্যহ'য়ে ফিরে এলুম। তার পর সমস্ত দিন দেশটা পরিভ্রমণ করে দেখলুম; একজনও স্থান দিলে না; ফিরছি এমন সময় এক গৃহস্থ গোয়ালার সহিত দেখা হ'ল। আমায় নূতন লোক দেখে পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রলে। সে পরিচয় পেয়ে

ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম ক'রে বল্‌লে,—দয়া করে আমার ঘরে পায়ের ধূলো দিতে হবে। আমি ত অবাক্ এক জন নিরক্ষর গোয়ালার কথা শুনে, শেষে তারই গৃহে উপস্থিত হ'লেম। সে যে কি ভক্তি কি যত্নের সহিত আমায় স্থান দিলে, তার বর্ণনা আমি ঠিক শ্রীপদে নিবেদন করতে পারছি না।

১ম শি। ওঃ! কি দেশের দুরবস্থা!

ভব। তাইত ভাবিয়ে দিলে যে হাবুল! তার পর?

২য় শি। পর দিবস ছদ্মবেশে ত প্রথম ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করতে গেলাম। তাঁকে মিথ্যা পরিচয় দিলাম, দুইটী মুদ্রা পদতলে রাখিয়া প্রণাম করিলাম। তিনিও আমাকে খুব আশীর্ব্বাদ ক'রে, একটী ক্ষুদ্র জমিদার ভেবে বসালেন। ক্রমে অনেক কথার আলোচনা হ'লো। শেষে আমি বল্লাম, এত বড় পণ্ডিত আপনি, এত ঘর বর্দ্ধিষ্ঠ যজমানের নাম ত করলেন; কিন্তু আপনার অবর্ত্তমানে এসব ত চলে যাবে, কারণ আপনার মুখেই শুনলাম,—আপনার একমাত্র পুত্রকে ইংরাজি স্কুলে দিয়াছেন। তিনি ব'ল্লেন, আজকাল দেশের যে কি অবস্থা, সমাজের যে কি ভীষণ অধঃ-পতন, যদি দেখতেন, তা হ'লে এ প্রশ্ন উত্থাপন

ক'ত্তেন না। আমি উত্তর দিলাম আপনার কথা আমি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। এবং আরও বল্‌লুম ; পূর্ব্বেত এ সব ছিল। তিনি বল্লেন—, পূর্ব্বের কথা ও এখনকার কথা অনেক তফাৎ। তখন দেশের জমিদারগণ বা দেশের ধনশালী ব্যক্তি-বর্গ, সমাজের দিকে কঠোর দৃষ্টি রাখিতেন, দেশের অভাব পূরণে মুক্তহস্ত ছিলেন, তাঁরা বারব্রত ক্রিয়াদি করিতেন, সংস্কৃত পরীক্ষার্থীর বৃত্তি করিয়া দিতেন। আরও এখনকার মত দ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্যতা এত অধিক ছিল না। সেই জন্য তখনকার ব্রাহ্মণেরা আপন আপন পুত্রদের রীতিমত মাতৃভাষায় শিক্ষিত করিতে যত্নবান হইতেন। আর এখনকার জমি-দারেরা বা ধনশালী ব্যক্তিগণ দেশ পরিত্যাগ করে বিদেশে অবস্থান করেন, হস্তিমূর্খ পারিষদবেষ্টিত হয়ে, মুক্তহস্তে বিলাসব্যয় করছেন, পারিষদবর্গের বৃত্তি দিচ্ছেন, আবার বলেন বারব্রতাদি ও সব বামুনদের জুয়াচুরি, কেবল অর্থ লইবার কৌশল—সেদিকে ত অষ্টরম্ভা ; তবেই বলুন দেখি ; কোন আশায় আশান্বিত হ'য়ে, পূর্ব্ব প্রথা অবলম্বন করি। এই ধরুন না ঠিক দুবৎসর একটা পয়সা পাই নি।

দু চার বিঘে পৈতৃক আমলের জমী ছিল, কোন মতে কায়ক্লেশে সংসার চালিয়ে আস্‌ছি।

ভব। বুঝেছি অধিক আর বল্‌তে হ'বেনা হাবুল! কিন্তু যদি তাঁরা বেশ ভেবে দেখেন, এ সব দোষ তাঁদের স্বেচ্ছাকৃত, তাহ'লে বোধ হয় এরূপ ভাবে আক্ষেপ ক'র্ত্তে হ'ত না।

(হাবুল ও জ্ঞানের প্রতি)

জ্ঞান। তুমি ও হাবুল দুইজনে মিলে মাঝের গাঁয়ে যাও। যেমন ক'রে পার কার্য্য উদ্ধার করা চাই।

জ্ঞান ও হাবু। (পদধূলি লইয়া) আপনার পদধূলির বলে নিশ্চয় আমরা কৃতকার্য্য হ'বো।

ভব। অন্তরে মায়ের নাম নিয়ে পুণ্যকার্য্যে অগ্রসর হও। তিনি তোমাদের মনোরথ সফল কর'বেন। (পরে) রাত্রি অধিক হ'য়েছে, এস বৎসগণ! আমায় অন্যকার্য্যে অন্যত্র গমন ক'র্ত্তে হ'বে।

(সকল শিষ্যের প্রণাম ও প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য ।

হরিদেবের অন্তঃপুরস্থ পূজাগৃহ।

কাল—প্রত্যূষ। সম্মুখে অন্নপূর্ণার প্রতিমূর্ত্তি ও পূজার উপকরণাদি। সজ্জিতা প্রতিভা একাগ্রচিত্তে ধ্যানে নিমগ্না।

কম। (প্রতিভার গায়ে হাত দিয়া) শুনেছ দিদি! কাল কৃষ্ণকান্ত মদ খেয়ে এসেছে। কি হবে দিদি! বউমাকেও মেরেছে; উনি ধর্তে গেছলেন; ওঁকেও অপমান করেছে। লজ্জায় ঘৃণায় উনি ওর মুখ দেখবেন না প্রতিজ্ঞা করেছেন; ঘর থেকে বার করে দিয়েছেন, কি হবে ভাই, একমাত্র ছেলে, কি হ'লো দিদি! কি করব!

(কৃষ্ণকান্তের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। (ক্রোধভরে) চল্লুম আমি, আর আস্‌ব না, আমার অনেক বন্ধু আছে, তারা গুরুর মত আমায় রাখবে। বেশ, আমায় তাড়িয়ে তোমরা সুখী হও।

কমলা। তুমি আবার এ বাড়ীতে এসেছো, (ক্রুদ্ধস্বরে) বেরিয়ে যাও কুলাঙ্গার! তোমার মুখ দেখতে আমার আর ইচ্ছা করে না!

কৃষ্ণ। বেশ, চল্লুম, আচ্ছা আমিও দেখে নেবো।

(প্রস্থান)

প্রতিভা। এতদূর হ'য়েছে কমলা! কৃষ্ণ এতদূর বিগ্‌ড়েছে! (প্রতিমার দিকে চাহিয়া) কি কর্‌লি মা! বংশের একমাত্র পুত্রকে কেন এমন কর্‌লি মা! তুই গৃহে থাকৃতে এ গৃহ এমন কলুষিত কেন হ'ল মা? (পরে কমলার দিকে চাহিয়া) কর্ম্মফল দিদি! ওসব কর্ম্মফল! জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত পাপরাশি! ডাক কমলা জগজ্জননীকে, কৃষ্ণের মতিগতি আবার ফিরবে, আবার দুঃখের সংসারে সুখের হাসি ফুটে উঠবে।

কম। (প্রতিমাকে প্রণাম করিয়া) বুক চিরে রক্ত দেব মা! আমার ছেলের সুমতি দাও, কৃষ্ণকে আমার সুপথে নিয়ে এস।

(প্রস্থান)

প্রতিভা। (চক্ষু মুদিয়া যোড়হস্তে) নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্যরত্নাকরী, নির্দ্ধূতাখিলঘোরপাবনকরী প্রত্যক্ষ মাহেশ্বরী। প্রালেয়াচলবংশপাবনকরী কাশীপুরাধিশ্বরী, ভিক্ষাং দেহি—

(হরিদেবেরপ্রবেশ)

হরি। দিদি! দিদি! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! কৃষ্ণ মদ খেতে শিখেছে; কুসঙ্গে প'ড়ে অধঃপাতে গেছে, কি হ'বে দিদি!

প্রতিভা। (ইঙ্গিত করিয়া চুপ করিতে বলিয়া পূর্ব্ববৎ) ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ! (পরে চক্ষু চাহিয়া হরিদেবের দিকে চাহিয়া) সব শুনেছি ভাই ! কাতর হ'য়ো না, কাতর হ'য়েনা, মাকে ডাক, তুমি পুরুষ জ্ঞানতঃ কোন পাপ করনি, অধৈর্য্য হ'য়ো না, প্রাণপণে, ঐ মাকে ডাক, তোমার কোন ভাবনা থাকবে না। চল, তোমার আফিসের বেলা হ'ল।

(মিত্র খুড়োর প্রবেশ)

হরি। এই যে খুড়ো ! খুড়ো ! আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে।

মিত্র। বাবাজী ও সর্ব্বনাশ ত নিজেই ডেকে এনেছ। যখন তোমায় খুব কড়া ক'রে রাস ধর্‌তে বললুম, তখন তুমি আলগা দিলে, আনকরা ঘোড়া, রাশ ত ছিঁড়বেই, বাবা ! সওয়ার ভাল হওয়া চাই, তবেত ঘোড়া ব্রেক হবে।

প্রতিভা। খুড়ো, যা হবার তা ত হ'য়েছে, এখন কি করা কর্ত্তব্য আমাদের উপদেশ দিন।

মিত্র। তাই ত ভাবছি মা ! আমার মাথায় ত কোন উপায়ই আসছে না। হরি ! তোমার পুত্রের গতি

বিধির উপর আমার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। যখনই কুপথ নিয়েছে তখনই তোমাকে সাবধান ক'রে দিয়েছি, তখন বল্‌তে খুড়োর একটু সন্দেহ করা বাই আছে। এই চুলগুলোর দিকে চেয়ে দেখ, এই অঙ্গের দিকে চেয়ে দেখ, সমস্ত লোল হ'য়ে গিয়েছে, আমিত নূতন আসিনি, আমি অনেক দিন এ পৃথিবীতে এসেছি, অনেক দেখেছি, অনেক ঠেকে শিখেছি, আমাদেরও ত কৃষ্ণের মত বয়স ছিল। যাক, সে সব কথা এখন অতীতের কথা এনে তোমার বর্ত্তমানের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে মনস্তাপ বৃদ্ধি করা মাত্র। তাইত, মা, ভাবছি এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি ?

হরি। দোহাই বাবা! এর একটা যুক্তি স্থির ক'রো। আমার যে অন্তরে কি কষ্ট হচ্ছে, কি যে যন্ত্রণা—

মিত্র। (বাধা দিয়া) আর আমাদের বুঝি কিছু হ'চ্চে না। বাবাজী, কৃষ্ণকে যে হাতে ক'রে মানুষ করেছি, তাকেই অবলম্বন করে'ই ত আছি, তারই মায়ায় প'ড়ে এই শেষ বয়সের কর্ত্তব্য ছেড়ে এখনও সংসারের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছি। আমার আর কে আছে বাবা! তোদেরি নিয়ে সংসার ত, ছিল বটে এককালে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, কালের একটা ঢেউ এসে একদিন

তাদের সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে; তবু সেটাকে মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তোদের মত মা বাবা নিয়ে, কৃষ্ণের মুখ চেয়ে বেশ ছিলুম; কিন্তু তাও সহিল কৈ? (চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল)

হরি। আমরা ত তোমায় অন্য ভাবে দেখি না। তোমার যুক্তি, তোমার পরামর্শ ভিন্ন আমরা ত এক পদ অগ্রসর হই না। একদিনও দিদি বা আমি সংসারের চিন্তা করি না; তুমি যে কি ভাবে আমাদের স্নেহচক্ষে দেখছো সামান্য কথায় কি ক'রে জানাবো; তবে বাবা! এখন কৃষ্ণের উপায় যা হয় একটা কর। আমিত আর ভাবতে পারি না। এদিকে আফিসেরও বেলা হ'ল, আমি যাই; কিন্তু খুড়ো একটা সুযুক্তি চিন্তা ক'রে দাও।

(প্রস্থান)

মিত্র। তুই পূজা কর মা, তাঁকে মনের কথা জানা, আমার বিশ্বাস তোর কথা মায়ের কাণে পৌঁছুবে। এখন আমি যাই, দেখি ভেবে একটা হিল্লে ত করতেই হবে।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(পুরোহিতের বাটীস্থ দরদালান)

পুরোহিত একখানি টুলের উপর বসিয়া হুঁকায় তামাক খাইতে ছিলেন।

(মাতঙ্গীর প্রবেশ)

মাত। (রোষকষায়িত লোচনে ও রাগত স্বরে) ওরে হতভাগা মিন্‌সে! তোর তিন কাল গিয়ে এক কাল ঠেক্‌লো, এখন সেই ব্যাভার! মলে যে মুখ পুড়বে না। ও ঘাটের মড়া—কথা নেই যে (গালে সজোরে ঠোনা প্রদান ও সেই হুকা হইতে কলিকার পতন)

পুরো। (গাত্র ঝাড়িতে ঝাড়িতে) পুড়িয়ে মারলি রে পুড়িয়ে মারলি, মাগ ত নয় যেন পুলিসের জমাদার। কেন কি করেছি, যে এত ছড়া কাটা হচ্ছে।

মাত। যেন কিছুই জানেন না। আমি সব শুনিছি,—(কান্নার স্বরে) আমার ত মৃত্যু নেই! এই বুড়ো বয়সে এই সব কেলেঙ্কারী, মাগো! কোথায় তুমি? দেখ,

এক হাড়্ বয়াটের হাতে পড়ে আমার কি দশা হচ্ছে গো (চক্ষুতে আঁচল ঢাকিলেন)

পুরো। (সভয়ে) গিন্নি কাঁদচ কেন ? কি হয়েছে ছাই বল্‌না। সত্যি বলছি গিন্নি! তোমার গায়ে হাত দিয়ে—(গায়ে হাত দিতে উদ্যত)।

মাত। (ঝঙ্কার দিয়া) না আর দিব্বি ক'রতে হবে না। মাগো! আমি বিধবার মত হয়ে আছি! মা! একবার দেখ গো। (পুনরায় চক্ষুতে অঞ্চল ঢাকিলেন)

পুরো। গিন্নি! কেঁদনা। তোমার কান্না দেখে এই দেখ আমার কান্না আসছে, সামলাতে পার্‌ছিনা গিন্নি, কাঁদলুম এই—এই———

মাত। (ঠোনা মারিয়া) আর রসিকতা কর্‌তে হবে না, আমি গলায় দড়ি দেব, আফিম খাব—বুড়ো বয়েসে কিনা এই সব।

পুরো। কি করেছি, বল্‌না, জ্ঞানতঃ কোন কুকাজ করিনি—

মাত। আহা ন্যাকা সেজেছেন! বল নন্দকে কোথায় কার কাছে পাঠান হয়েছিল, আমায় সে সব বলেছে—

পুরো। (হাসিতে হাসিতে) ও তাই ভাল, তা এতক্ষণ বল্লেই ত হ'ত। সে পাগলটার কথায় বিশ্বাস

করেছো, (গম্ভীর হইয়া) জান আমি সকলের পুরোহিত ও পণ্ডিত, আমি সকল স্ত্রীলোককে মাতৃবৎ দেখি।

মাত। ওমা কি মিথ্যুক গো—

পুরো। কি আমি মিথ্যা কথা বলছি (পৈতাছুঁইয়া) এই পৈতে ছুঁয়ে বলছি ও সব কিছু নয়। আমি তোমা ভিন্ন জানি না বিশ্বাস কর্‌বে না ?

মাত। (চীৎকার করিয়া) ওরে বাবারে, এসব করতে পারে, আমার মাথা খুঁড়তে ইচ্ছেকরে, এই কাশীতে দুমাস হয়নি কি কীর্ত্তি। আবার পৈতে ছুঁয়ে মিথ্যা কথা, দেখি তোমার কত আস্পর্দ্ধাই হ'য়েছে, এই মুখুজ্জে বাড়ী চললুম, দেখি, এর বিধান হয় কিনা। (প্রস্থানোদ্যত)

পুরো। (পদদ্বয় ধরিয়া) গিন্নী এবারটার মত রক্ষে কর। আর কোন্ শালা একাজে যায়, দোহাই গিন্নী, সোনার চুড়ী ও হার আজকে সদ্য সদ্য তৈয়ার করিয়ে দিব ; আজকের মত এই (নাক কাণ মলিয়া) নাক কাণ মললুম, আর কখন না।

মাত। (কৃত্রিম কোপসহকারে) কই আগে চুড়ী হার দাও, নইলে এই চললাম। (প্রস্থানোদ্যত)

পুরো। এই টাকা নাও (নিকটস্থ বাক্স হইতে অর্থ লইয়া) এই টাকা নাও, সেকরা ডেকে আনব, তুমি ফেসিয়ান মত গড়াতে দিও।

মাতঙ্গী। (টাকা লইয়া) খবরদার! বল্‌ছি এবারে যদি কোন কথা শুনতে পাই——

(উচ্চৈস্বরে খুড়ো খুড়ো করিয়া মত্ততা অবস্থায় কৃষ্ণকান্তের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। (জড়িত স্বরে) আমি নতুন মা বাবা পেয়েছি। যেমন আমি—আমার মনের মত মা বাবা (পকেট হইতে মদের বোতল বাহির করিয়া) বাবা, মা একটু খাও বাবা—

মাত। ছিঃ বাবা ওকথা কি বল্‌তে আছে! যাও স্নান কর, আমি আহারের উদ্যোগ করিগে।

প্রস্থান]

কৃষ্ণ। বাবা তুমি একটু খাবে? ও বেয়াড়া মা বাবা—

পুরো। না বাবা এখন নয়, ওবাড়ীর শ্রাদ্ধটা আছে, চট ক'রে একমুটো খেয়ে গিয়েই শ্রাদ্ধটা করাতে হবে, মুখে গন্ধ ছাড়বে, ওবেলায় যত পার দিও। বাবা এখন এস স্নান করিয়ে দিই।

প্রস্থান।]

(বচনানন্দের প্রবেশ।

বচ। (চতুর্দ্দিক দেখিয়া) ব্যাটা মনে করেছে আমি বড় বোকা ; বটে, হাতে খড়ি দিলুম এই কাজে, এখন আমার ওপরও চাল-চালতে যান, দিন কতক আনন্দ উপভোগ কর, তার পর—বুঝে নিচ্ছি (পুনরায় ইতস্ততঃ চাহিয়া নিম্ন কণ্ঠে) আমার যে কোথাও যাবার যো নাই, ছ ছখানা ওয়ারেণ্ট ; তা না হ'লে তোমায় ভিক্ষে ক'রে খাওয়াতেম ; এক একবার মনে হয় যা কিছু আছে নিয়ে সরে পড়ি ; আবার মনে হয়, যদি ধরে ফেলে ; এখানে এক রকম ভোল টোল ফিরিয়ে বেশ আছি। আচ্ছা, আর দিন কতক চোককান বুঝে কাটিয়ে দিই, তার পর দেখা যাবে, কোন রাস্তায় চলবো।

(পুরোহিতের পুনঃ প্রবেশ)

পুরো। (বচনানন্দকে দেখিয়া) এই যে এখানে রয়েচো, আর আমি পৃথিবী খুঁজে এলুম, কোথায় থাকিস্ বল্ দেখি ?

বচ। বাবাঠাকুর! কোন সকালে উঠেছি, তখন তুমি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছ ; তখন থেকে এই একটু আগে পর্য্যন্ত বাজার আর ঘর—এই ছুটাছুটী কচ্ছি, এরও

ভিতর জলটা তোলা, কাপড়টা কাছা এ সবত আছেই মানুষের প্রাণত। একটু দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নিচ্ছি।

পুরো। যা, যা, কৃষ্ণকে স্নান করাগে। কাজের মধ্যে ঐ বুলিই আছে।

বচ। বাবা একটা নিবেদন কচ্ছি,—ও ছোড়াকে আর কেন, রসত সব নিঙড়ে নিয়েছো ; এখন ছেড়ে দাও, উনিও বাঁচুন আর আমিও বাঁচি।

পুরো। ও গেলে তুই বাঁচিস্ কি রকম ?

বচ। (যোড়হস্তে) একেতো বাবা তোমার ও মাঠাক-রুণের গুতোয় অস্থির, তার উপর উনি নেশা করে এসে তার ঝোঁকটী আমার ওপর চাপান, চড়টা চাপড়টা হতে লাথি জুতো পর্য্যন্ত হ'য়ে যায়, তার পর ওঁর জলতোলা কাপড়কাচা আছে, জুত ঝাড়া আছে ; আবার রাত দুপুরে কালাচাঁদের প্রেমে মজে কত রকম রংবেরংয়ের মজা দেখছি এমন সময় বল্লেন চাঁদ ধরে খাওয়াতে হবে সে এক বিষম মুস্কিল! একি ছোট ছেলে যে ভুলিয়ে দেবো ; নয়ত কাঁদে চড়ে বসলেন, চ শালা মেয়েমানুষের বাড়ী, বাবা—মনিবকে থামান যায় ; কিন্তু চক্রবর্ত্তীকে থামান ভার হয় আমারও তাই কি না—

পুরো। একটা চাকর বাকর দেখতে ত কদিন বলছি, তাত দেখবি নি—

বচনা। বাবা, আমার মত কৈমাছের প্রাণ যার তার ত নয়; দুমাসের ভিতর দশ জনকে জোটালুম; দুদিন কাকেও টিকতে হ'ল না; আমার সঙ্গে দেখা হ'লে বলে, আচ্ছা চাকরী জুটিয়ে দিয়েছিলে বাবা। রক্ষে কর, ওঁকে ছাড়, ও ছোঁড়া নিয়ে আর—কি হবে?

পুরো। না—রে, এখনও আছে, তবে আর বেশী দিন নয়, সেরে এনেছি, চল, এখনি এসে পড়বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

২য় দৃশ্য।

স্থান—কাশী; সময়—অপরাহ্ণ।

গৃহস্থালী টোল।

শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতা লইয়া পড়িতেছিলেন ও সময়ে সময়ে শম্বুক হইতে নস্য লইতেছিলেন।

বিদ্যা। সদ্ভাবে সাধু ভাবেচ, সদিত্যেতৎপ্রযুজ্যতে প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা, সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥

[রাজলক্ষ্মীর প্রবেশ।

(দেখিয়া) বস এই খানে, মন দিয়া শোন। তোমার শরীর মন উভয়ই পবিত্র হবে। সদ্ভাবে সাধুভাবে অর্থাৎ (রাজলক্ষ্মীর বাধা দিয়া)।

রাজ। (ক্রন্দন স্বরে) দেখ এমন সুন্দর সময় তোমার আমি নষ্ট কচ্ছি বলে আমায় ক্ষমা কর; কিন্তু বড় দুঃখে পড়ে (ক্রন্দন করিতে লাগিলেন)

বিদ্যা। কাঁদচ কেন? কি হয়েছে বল, ছি—ও ভাবে কি কাঁদে? বল আমি তোমার কথা ভাল ক'রে শুনবো বল—বল।

রাজ। (চক্ষু মুছিয়া) বড় অভাগিনী আমি, সংসারে যা শ্রেষ্ঠ, যাদের নিয়ে সংসার, আমি তাহাতেই বঞ্চিতা; যদিও পেলুম, তাও মনের মতন হ'লো না, যা কিছু সঞ্চিত, স্নেহ ভালবাসা, বন্ধ্যা নারীর ছিল, যাহা এতকাল সাধকের ঈশ্বরের মত, কৃপণের ধনের মত এই বুকে লুকিয়ে রেখেছিলুম, এক দিনে সব তাকে দিয়ে ফেললুম, একটুও রাখ্‌তে পারলুম না, সে যেন——

বিদ্যা। (বাধা দিয়া) (গম্ভীর স্বরে) না, সে হবে না। তা কিছুতে পারবো না, সে কুলাঙ্গারকে আর স্থান দেব

না। তাতে তুমি যদি অসুখী হও, হবে, তা বলে কর্ত্তব্যত্যাগ কিছুতেই নয়।

রাজ। (করজোড়ে) একটী অনুরোধ, আমার একটী কাতর প্রার্থনা; এবারকার মত ক্ষমা ক'রো।

বিদ্বা। ক্ষমা করবো! তোমার অনুরোধে সহস্রবার তাকে ক্ষমা করেছি। শত শত উপদেশ দিয়েছি, অনুনয় বিনয় করে বলেছি; তবু শুন্‌লে না, (চুপ করিলেন) (পরে নস্য লইয়া) কুলাঙ্গার! কুলাঙ্গার! তখনই বলেছিলুম, অত স্নেহ দিও না, ও দান অপাত্রে পড়বে।

রাজ। দেখ, প্রথমে খুব শক্ত হ'য়ে ছিলুম, কিন্তু এক দিন এমনি বেলায়, আমি তাকে খুব ধমক দিয়েছিলুম, তখন সে কি বল্লে জান? মামী মা—যদি আমার মা থাক্‌তো, বোধ হয় এত ব'ক্‌তেন না; চোখ দিয়ে তার অভিমানের ধারা ব'য়ে গেল। তারপর সে বল্লে, আজ থেকে তোমায় মা ব'লবো, দেখি তুমি আর ও রকম আমায় বকো কি না এই না ব'লে ক্ষমা চেয়ে আমার পায়ের ওপর লুটিয়ে প'ড়ল। আমি মা হলুম ভেবে তাকে শিশুর মত বুকে নিলুম। সেই হতে আমি তার মা, সে আমার ছেলে।

বিদ্যা। তুমি অন্যায় বুঝে ছিলে, ওর সমস্ত ছলনা, একটু যদি বুঝতে ওর কৃত্রিমতা—

রাজ। (উঠিয়া) হায়! মা নামেতে কৃত্রিমতা! (পরে উত্তেজিত হইয়া) হউক সে কৃত্রিমতা! কিন্তু কৃত্রিমতা এত উচ্চ যে, তার কৃত্রিমতা অকৃত্রিমতা হ'য়ে দাঁড়াবে। (ক্ষুব্ধ স্বরে) হায়! তুমি যদি দেখ্‌তে পেতে, মায়ের অন্তর, যদি বুঝতে পার্‌তে মায়ের বেদনা, আরও বন্ধ্যা নারীর স্নেহ, যা সচরাচর দেখা যায় না; কিন্তু যার উপর পড়বে, তাকে জীবনের চেয়েও, স্নেহ বা ভালবাসবে, যদি বুঝতে পারতে,—থাক,—সে তোমার—চক্ষুশূল, সে তোমার বালাই (উঠিয়া কিছু দূর গিয়া) (পুনরায় স্বামীর পায়ে ধরিয়া) এটী শেষ অনুরোধ, এটী রাখ! (বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন)

বিদ্যা। (উঠাইয়া) তাই হবে—হতভাগ্য এমন মায়ের মত মা পেয়েও চিনলি না (পরে রাজলক্ষ্মীর দিকে চাহিয়া) রাজু চল, তার গ্রামে গিয়ে সেথায় সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া এখানে নিয়ে আসবো।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—আড্ডাগৃহ, কাল—বেলা ৩টা।

আড্ডাধারী ও তাহার বন্ধু।

আড্ডা। না, একটা পয়সা দেয় না, তা আবার আধা আধী বখ্‌রা দেবে!

বন্ধু। সে কি হে! তোমার ত খদ্দের এসেছিল; সে তাকে ভাঙ্গালে কি ক'রে?

আড্ডা। আর বন্ধু অদৃষ্ট, এত সেয়ানা হ'য়ে একটা চালকলা বাঁধা বামুনের কাছে প্রতারিত হলুম।

বন্ধু। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) তুমি প্রতারিত হ'লে, আশ্চর্য্য! ব্যাপারটা কি বলতো?

আড্ডা। আসল কথাটা শোন, আমার রেধো চাকরটাকে জানত, তার ওই কাজ, যত বড় লোকের ছেলেকে লোভ দেখিয়ে এখানে নিয়ে আসে—সে সব ত তুমি জান, দিনকতক হ'ল ব'সে আছি, এমন সময় দেখি না রেধো কৃষ্ণকান্তকে সঙ্গে নিয়ে এ'ল, ব'ল্লে এই ভদ্রলোকটীর বাপ একে ঘর থেকে বার ক'রে দিয়েছে, ইনি এখন আশ্রয়হীন, আমি আপনার নাম

করে বল্লুম, সেখানে চলুন, যা চাইবেন তাই পাবেন, কোন কিছুরই অভাব নেই। তাই শুনে ইনি এলেন, এখন আপনি এঁকে স্থান দান করুন। আমিত শুনেই মহা খুসী। ওর বাপের ঐ একমাত্র ছেলে; আছেও বেশ, অনেক টাকা আদায় হবে; খুব আদর যত্ন করে ত বসালুম। জল খাবার আন্‌তে পাঠাচ্ছি, এমন সময়, শিবশঙ্কর এসে পড়্‌লো কে জানে যে বেটা সব লুকিয়ে শুনেছিল। এসেই জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কি? আমিত কিছুতেই আসল ঘটনা বলবো না ব্যাটাও ছাড়বে না; শেষে বলে ফেল্‌লেম, শুনেই সে ব'ল্লে ভাই! আমায় ছেড়ে দাও, যা পাব আধা আধা বখরা; আমি বল্লাম, সে কিছুতেই হ'বে না। আমি ছাড়বো না, তার পর অনেক কথা মাজার পর স্থির হ'ল দশ আনা আমি পাব আর ছ আনা ও নেবে; আরও ভাবলুম, ছোঁড়ার বাপের সঙ্গে আলাপ আছে; সে পথটাও থাক্‌বে, মাঝখান থেকে অর্থোপার্জ্জন। (চুপ করিলেন)

বন্ধু। তারপর কি হ'লো,—

আড্ডা। তাকে ত নিয়ে চলে গেল। কিছু দিন যায়, একদিন দেখা পেয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, কিহে আর যে

দেখাই পাই না, ছোঁড়ার খবর কি? ব্যাটা একটা কথা পর্য্যন্ত কইলে না, দিব্বী বোতলটী শেষ ক'রে চলে গেল। আমি অবাক হ'য়ে দাড়িয়ে রইলাম। (পরে) আচ্ছা যাবে কোথায় যাদুধন। এই আড্ডা ভিন্ন গতি নেই, বুঝে নেবো স্থদ সমেত।

(একটী লোকের প্রবেশ)

লোক। বাবু আপনাকে বাহিরে এক জন ভদ্রালোক ডাকচেন।

আড্ডা। (বিরক্ত হইয়া) কে আবার এসময় ডাকাডাকি আরম্ভ ক'ল্লে? একটা স্থখদুঃখের কথা কয়বারও যো নেই। এস হে বন্ধু নীচে গিয়ে দেখি।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—বন; সময় মধ্যাহ্ন।

একটী ভগ্ন কুঁড়ে ঘরের ভিতর ভবঘুরে গাহিতেছিল এবং কতকগুলি চাউলের বস্তা ইতস্ততঃ ছড়ান ছিল।

গীত।

দুঃখে পড়ে লোকে ডাকে
স্থখেত কেউ ডাকে না মা।

মান্‌ছে অনেক দুঃখে পড়ে,
যদি চাইলি ফিরে কৃপা করে,
তখন বলে ওমা তারা—
(তুই) কৃপা করে ধরে খানা ॥
লোকের এমনি ভক্তি দেখে
পালিয়েছিস্‌ বুঝি মা এ ধরা থেকে,
দেখব আমি আবার তোকে
আন্‌তে পারি মর্ত্তে কিনা।

ভব। ও হাজার গাই আর হাজার বলি, যদি আকাশের ডাকের মত চেঁচিয়ে শত গলা নিয়ে বললেও তুমি যে আঁধারে আছ, সেই আঁধারেই থাকবে; কি করব্‌ আমি। নগণ্য আমি, ভিক্ষা অন্নে জীবিকা নির্ব্বাহ করি, ছিন্ন বাস, শীর্ণ দেহ, দীর্ঘ তৈলহীন রুক্ষ কেশ, গাত্রে ধূলা, আমার কথা তোমাদের কাছে যাবে না, তোমাদের কাণেও পৌঁছবেনা, এ আমার নীরব ক্রন্দন —নীরবেই ব'য়ে যাবে।

[কতকগুলি ভিক্ষুকের প্রবেশ।

এস তোমরা, আজ বেশী কিছু পাই নি, যা পেয়েছি তোমাদের দুই দিনের সংস্থান হ'বে। বস ভাই!

কাপড় পাত। (পরে চাউলের ও ডাউলের বস্তা খুলিয়া সকলকে প্রদান)।

১ম ভি। ভাই, কি দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাব, তা বল্‌তে পারি না। তুমি দেবতা, আমাদের ড়ুফোঁটা কৃতজ্ঞতার অশ্রু ভিন্ন আর কিছু নাই।

২য় ভি। আমাদের সকলের শুভ ইচ্ছা তোমায় ঈশ্বরের চরণে পোঁছে দেবে।

ভব। এস ভাই! আবার পরশু এস!

[সকলের প্রস্থান।

হে দুনিয়ার মালিক, দুঃখী দেখিয়েছো কিন্তু দুঃখ মোচনের ক্ষমতা এত অল্প দিয়েছো যা স্বেচ্ছাচারী ধনীর বিলাস ব্যয়ের মত উভে যায়। একজনকে দিয়ে, আর জনকে নিরাশ ক'ত্তে হয়। প্রভু, ধন চাই না, মান চাই না, তোমায় চাই না, শুধু চাই—ভিক্ষা ক'রে পারি জীবন দিয়েও যেন আমার মত ভিক্ষুককে, দরিদ্রকে, আহার দিতে পারি,—এই আমার প্রার্থনা।

[প্রস্থান।

৫ম দৃশ্য।

(হরিদেবের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ)

(আফিসের পোষাক খুলিতে খুলিতে)

হরি। খুব শিখলুম, যেমন সুখী ছিলুম, এক পুত্রের জন্য আমার সমস্ত সুখ একেবারে তিরোহিত। এ যে কি মনঃকষ্ট, কি জ্বালা, যে ভুক্তভোগী, সেই বুঝবে। (জল খাবার লইয়া কমলার প্রবেশ) (কমলার কাছে যাইয়া) কমলা ইচ্ছা হয়, আত্মহত্যা করি; ইচ্ছে হয়, এ দেশ থেকে পালাই; আফিস থেকে আস্‌তে আস্‌তে শুন্‌লেম, লোক ঈঙ্গিত ক'রে দেখাচ্ছে, ঐ যে কৃষ্ণ-কান্তের বাপ যাচ্ছে, যেমন বাপ—তেমনই ছেলে; ওর ওসব ভণ্ডামী, ও ত লুকিয়ে লুকিয়ে সব করে। বলত কমলা! আমার গলায় দড়ি ভিন্ন আর উপায় কি আছে!

কম। তুমি জ্ঞানী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, আমরা তোমায় কি বোঝাব, সবই অদৃষ্ট, তুমি ভেবো না, ভেবে আর কি করবে। মনে কর, তুমি অপুত্রক! এখন এস একটু মুখে জল দাও।

হরি। বেশ, বললে ভেবো না; কিন্তু তুমি যে ভেবে ভেবে এই দুই দিনে আধখানা হ'য়ে গেছো। আর আমায় বল্‌লে ভেবো না। কমলা! আমার জ্বালার দশগুণ কি আরও বেশী বোধ হয় যে তুমি জ্বল্‌ছো। তুমিত বুঝছো মনকে প্রবোধ দিই কি ক'রে। অদৃষ্ট, সবই অদৃষ্ট, (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) তারা কৃপাময়ী মা! (একটা মিষ্ট লইয়া জল খাইলেন)।

[কমলার প্রস্থান।

হরি। হে মা, অদৃষ্ট শক্তি! আমার কৃষ্ণকান্তের সুমতি দাও। একমাত্র পুত্র আমার, স্নেহ, ভালবাসা, আশা, সর্ব্বস্বের মূল ঐ এক মাত্র পুত্র, ওকে সুপথে চালিয়ে নে যা—মা আর যে ভাব্‌তে পারি না, দিনে রেতে, আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, সহস্র বৃশ্চিকের জ্বালা, আর যে সহ্য হয় না মা!

[প্রতিভার প্রবেশ।

প্রতিভা। হরি ভেবে আর করবে কি! দিন দিন শীর্ণ হয়ে যাচ্ছো, আমি ত বলেছি, এক মনে মাকে ডাক, তুমি সবই ফিরে পাবে।

হরি। সে নির্ভরশক্তি কই দিদি! তা যদি থাকবে, তা

হ'লে বামুন হয়ে দাসত্ব স্বীকার করেছি, ত্রিসন্ধ্যা, গায়ত্রী ছেড়ে—

প্রতি। বার বার অদৃষ্ট নিন্দা করলে কি হ'বে ভাই। তোমার তুমিত আছ, যেমন সব হারিয়েছো, আবার জাগিয়ে তোলো।

হরি। মনে করি সবই কর্ব্ব; কিন্তু পারি কৈ? যদি গোড়া থেকে তোমার কথা শুনে ছেলেকে শাসন কত্তুম, তা'হলে বোধ হয়, এ বয়সে এরূপ যমযন্ত্রণায় হাড় কালী হতো না।

প্রতি। ভেবে আর করবে কি? যা হবার তা হ'বে, তুমি আমি শত শত চেষ্টা কল্লে ও তারে রোধ কর্ত্তে পারব না। যাই সন্ধ্যা হয়ে এল।

(প্রস্থান)

হরি। অনেক পাপ করেছিলুম, সেই পাপের ফল এখন হাড়ে হাড়ে ভোগ করতে হ'বে। আমারই দোষে, কৃষ্ণ নষ্ট হ'ল। হায়! হায়! অপত্যস্নেহে অন্ধ হ'য়ে পুত্রকে শাসন করতে অক্ষম হ'য়েছিলুম এখন তার ফল ভোগ আমাকে করতেই হ'বে। তা যতই কঠিন হউক না কেন?

(প্রস্থান)

(মিত্তির খুড়োর প্রবেশ)

মিঃখু। দুনিয়ার গতিক ত এই, বিশেষতঃ কাল ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কোথা যাবে ? যে কৃষ্ণকে, বুকে নিয়ে বেড়িয়েছি, যার হাসি দেখলে আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হ'তো ; এক দণ্ড চক্ষুর অন্তরাল হ'লে পৃথিবী অন্ধকার দেখতুম সেই কৃষ্ণ কিনা শেষে আমার এ লোল বক্ষে এমন বাক্যবাণ মারলে যে বোধ হয়, চিরজীবনের মত আমরা হৃদয়টাকে ক্ষত বিক্ষত করবে। হায় বালক ! তুমি সুপথে এলে লাভ আমার হতো না।

(কমলার প্রবেশ)

এস বউ মা।

কম। শুনলুম কৃষ্ণ নাকি আপনাকে খুব অপমান করেছে ?

মিঃখু। না না তাকি সে পারে, তবে তার ভূতটা সেই সময় তার ঘাড়ে চেপে ছিলো, তাই অমনভাবে কথা কয়েছে, হাজার হোক ছেলে মানুষ, জ্ঞানবুদ্ধি হয় নাই ; ও বয়েসের সঙ্গে ও সব সুধরে যাবে, তুমি মা ভেবো না।

কম। আপনি না বলিলেও, আপনার চোখ মুখ ভাব

দেখে বুঝছি, অন্তরে বিষম আঘাত পেয়েছেন, আপনি কেন তার কাছে গেলেন ?

মিঃখু। অনেক দিন দেখি নাই। তোমার পাগলা ভাইয়ের সঙ্গে যাচ্ছি, দেখি না—কৃষ্ণ আসছে, বুকের ভেতর কেমন করে উঠলো। নিজেকে রাখতে পাল্লেম না, ছুটে গিয়ে তার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়্লুম, সে এমন একটা কথা বল্লে—না মা সে সব কথায় কাজ নেই, বালক সে কতটুকু বুদ্ধি তার।

কম। না বাবা আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনার এক ফোঁটা চখের জল তার উপর পড়লে সে ছাই হ'য়ে উড়ে যাবে ।

মিঃখু। (জীব কাটিয়া) তুই ও কি ক্ষেপলি মা, সে শুধু কি তোরই পুত্র, আমাদের কি কেউ নয় ? বালকের কথায় কি রাগ করতে হয় মা, তুই ভাবিসনা। যা আমিও একটু ঈশ্বরের নাম ক'রে নেই।

কম। কিছু মনে করবেন না ; বাবা ও অবোধ।

(প্রস্থান।

মিঃখু। দেখে যাও, জগতের লোক এই মাতৃস্নেহ, পুত্র ত এত মন্দ হয়ে গেছে, এত ক্লেশ দিচ্ছে, পাছে আমার মনে একটু কষ্ট হয়, এই ভয়ে মা এসেছে, প্রকারান্তরে

পুত্রের হ'য়ে ক্ষামা প্রার্থনা করিতে। জানি না, যিনি এই মাতৃ স্নেহ মা'র হৃদয়ে দিয়েছেন, সেই জগৎ জননীর স্নেহ কতটা তাঁর সন্তানদের উপরে।

(প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—কিরণের সজ্জিত গৃহ।

কিরণ অর্দ্ধশায়িতভাবে ও একটী লোক পার্শ্বে বসিয়া কথোপকথন চলিতেছিল।

কিরণ। আরও কোথা থেকে পাবো ভাই! এই সে দিন দুশো টাকা দিলুম, রোজ রোজ কোথা পাব।

লোক। (জড়িত স্বরে) কোথা থেকে পাবে তুমি জান, আমি কি জানি, আমাকে দিতেই হ'বে, পঞ্চাশ টাকা চাইই চাই। সে যেমন ক'রে হ'ক, দেবে কি না বল।

কিরণ। কি দিতে বাকী রেখেছি? সবই তোমার, টাকার দরকার তাই এসেছো, নইলে আস্‌তে না; অথচ এক দিন এমনই ছিল, যেদিন আমার জন্য স্ত্রী-পুত্র—বন্ধু ত্যাগ করেছ, পাছে এক মিনিট চোখের আড়াল হই (হটাৎ কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া) প্রাণেশ্বর! তোমায় টাকা দিচ্ছি; কিন্তু রোজ আসবে বল।

লোক। তোমার নূতন নাগর তা হলে সরে পড়বে যে। কিরু আমার কি সাধ যে, তোমার সঙ্গ ছেড়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি।

কিরণ। ওঃ কৃষ্ণকান্তের কথা বল্‌ছো। তুমি এসো, সে বোকা, যতদূর বোকা হ'তে হয়, তুমি এসো— রোজ প্রত্যহ, আর কিছুদিন পরে তাকে রাস্তার ভিখিরী কর্‌বো।

লোক। আমি আস্‌ব কিরু প্রত্যহ। কি যে উপকার করলে আজ, যদি টাকা না দিতে, বোধ হয়, আত্মহত্যা কর্ত্তুম। যাক্ কিরু একটা গান গাও, অনেক দিন শুনি নাই।

কিরণ। (হারমনিয়াম লইয়া)

গীত।

(এ) হৃদয় রাজ্যের তুমি হে রাজা—
ভাঙ্গা ঘরে মোর চাঁদের আলো॥
(তুটা) নাচিয়া গাহিয়া, ভালবাসা মোর
কেমনে জানাব তোমারে বলো ?
তুমি আনিয়া দিয়াছ—
এশুষ্ক হৃদয়ে

লুপ্ত ভালবাসার ধারা—
তুমি ঢেলে দেছ মোর—
নীরস প্রাণে স্বরগের
অমিয় ঝারা—
আমিহে তোমার—

(জুতার শব্দ)

যাও, বোধ হয় কৃষ্ণকান্ত আসছে। লুকোও, শীঘ্র ঐ খাটের নীচে লুকোও লুকোও—

(তদ্বৎকরণ)

(কৃষ্ণকান্তের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। থামলে কেন কিরু? গাও, আহা যেন বীণার ঝঙ্কার থেমে গেল। যেন কোকিলের কণ্ঠধ্বনি, নিস্তব্ধ হ'ল; গাও কিরু।

কিরণ। নিষ্ঠুর পুরুষ! তোমার জন্য সারাটী সকাল ব'সে আছি; এই এতক্ষণে আসা হ'ল। হায় নির্দ্দয় পুরুষ কি বুঝবে এ নারীর ব্যথা, না না আমরা বেশ্যা, আমরা কি ভাল বাসিতে পারি?

কৃষ্ণ। অন্যায় হয়েছে; (করযোড়ে প্রার্থনা) আমায় ক্ষমা কর; কিরণ তুমি যা ভালবাস, আমি তার আর

কি প্রতিদান দিব? (হঠাৎ) তোমার মুখখানি যে শুকিয়ে গিয়েছে, অসুখ করে নি ত?

কিরণ। করেছিল বটে! কিন্তু তুমি যখন এসেছো, তখন সব ভাল হ'য়ে গেছে; কিন্তু বড় মাথা ধরেছে, চাকরটাকেও দেখ্‌তে পাচ্ছিনা যে একটা smelling salt আনাই।

কৃষ্ণ। আমিই আনছি—এতক্ষণ বলনি এতকষ্ট পাচ্ছ!

[কৃষ্ণকান্তের প্রস্থান।

কিরণ। (অনেক ক্ষণ দেখিয়া) এস বেরিয়ে এস (আলমারি হইতে টাকা বাহির করিয়া) এই টাকা নাও, এস বাইরে।

লোক। চির জীবন বাঁধা রইলুম তোমার কাছে কিরু।

[প্রস্থান!

(কৃষ্ণকান্তের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। (ব্যস্ত ভাবে) এই নাও, বেশ ভাল ক'রে নাস্‌ নাও, (নাসিকার নিকট শিশিটী ধরিলেন)

কিরণ। (দুই তিনবার নাস্‌ লইয়া) আঃ বাঁচলুম, কৃষ্ণ যথার্থই তুমি আমায় ভালবাসো, এস একটু কাছে সরে এসো!

কৃষ্ণ। (খুব নিকটে যাইয়া) এখন কেমন বোধ হ'চ্ছে?

কিরণ। আঃ ছেড়ে গেছে একেবারে (পরে হাতদুটী ধরিয়া) আমায় চিরদিন এমন ভালবাসবে?

কৃষ্ণ। কেন লজ্জা দাও কিরু! তোমায় কি আমি ভাল বাসতে পারি? পারি শুধু তোমার চরণদুটী বক্ষে ধ'রে অনন্ত কাল তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌তে——

কিরণ। ছি ছি, ওকথা কি বলতে আছে। (হঠাৎ কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া) না না প্রিয়তমে, তুমি কোথাও যেও না—অভাগিনী তোমার চরণপ্রার্থিনী—

কৃষ্ণ। যতদিন বাঁচবো, ততদিন তোমাছাড়া আমি থাকবো না, তুমি আমায় ভুলোনা।

কিরণ। জীবনে মরণে শুধু তোমরই থাক্‌বো। ভাল কথা মনে পড়েছে—শশীকে দেখেছো ত কলকেতা থেকে একটা মেয়ে এনেছে—খুব ছোট মেয়েটী, এমনই গলা তার—যদি বলত ডাকি।

কৃষ্ণ। বেশ ত ডাক না।

[কিরণের প্রস্থান।

লোকে বলে, বেশ্যা কখন ভালবাসতে পারে না। ও সব ভুল, ওরা প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, ওঃ কি ভাল

কিরণ আমায় বাসে, আমার জন্য সব করতে পারে; কিন্তু তার প্রতিদান আমি কি করছি, দিন দিন তার মনে কত কষ্টই দিচ্ছি, কিরণ তুমি জান না, আমি তোমায় কতদূর ভালবাসি, তা যদি—

(বালিকাকে লইয়া কিরণের প্রবেশ)

কিরণ। গাত, ফুল, একটা ভাল দেখে, ইনি তোকে অনেক খেলনা দেবেন, কাপড় দেবেন, গাত।

ফুল। (কিরণকে জড়াইয়া ধরিয়া) (নিম্নকণ্ঠে) না আমার বড় লজ্জা করছে, আমি গাইতে পারব না।

কিরণ। লজ্জা কি মা, গা, অনেক খেলনা পাবি গা—

(ফুল কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া পরে গাহিল)

গীত।

সুখের সঙ্গে করিগো বাস
ধারি নাক মোরা দুঃখের ধার
দেখেছ কখন করিতে মোদের
হাসি ছাড়া মুখ ভার ?
বেঁধেছি যতনে এ সুখের ঘর, সুখের আশায়
করিয়া নির্ভর—
দেখো গো তোমরা হেসে খেলে যেন
গণা দিন কটা হয়ে যায় পার ॥

কৃষ্ণ। চমৎকার! আহা কি মিষ্টি গলা। (পকেট হইতে দুইটী টাকা বাহির করিয়া) নাও ফুল, তুমি খেলনা কিনো।

২য় দৃশ্য।

পুরোহিতের বহির্বাটী।

পুরোহিত।

পুরো। কি দেখলুম, কি দেখলুম! এমন ত দেখিনি, যেন সহস্র সহস্র চাঁদ নিঙড়ান জোছনায় তার মুখখানি গড়া, চক্ষু যেন মৃগনয়ন উপেক্ষা করে ভগবান নির্ম্মাণ করেছেন মনে করেছিলুম, বুঝি নিশ্চল পাষাণ-প্রতিমা; কিন্তু যখন কথা কহিল, সে যেন সুরবাঁধা বীণা, ঝঙ্কার দিয়ে উঠল; হবে না, আমার হবে না, নিশ্চয় হ'বে। ধন, মান, প্রাণ সবত্যাগ—যেমন করে হক হইতেই হবে, কেন দেখলুম! এস প্রতিভা,—তোমায় নিয়ে দেশান্তরে চলে যাব, এরাজ্যে থাকৃব না, তোমায় পেলে, সব ছাড়ব, বুকে বুকে রাখব, শুধু তুমি আমার দিকে চেয়ে থাকৃবে,

আর আমি তোমার দিকে চেয়ে থাকব। তাইত, এ আমি কি বল্‌ছি, কাকে আমি মনের কথা জানাচ্ছি! কামের আশীর্ব্বাদ, মদ্যের সহায়, আর নিজের চেষ্টা নিশ্চয় আমার মনোরথ সফল কর্ব্বে।

(ভবঘুরের প্রবেশ)

ভব। কার মনোরথ সফল কর্‌বে বন্ধুবর!

পুরো। তুমি এমন সময়? এখানে কি কাজ!

ভব। জেরায় কাজ কি, বন্ধু; আমি বিধান নিতে অসিনি, ভিক্ষা নিতে এসেছি। আমারত অবারিত দ্বার। কেন ব্রাহ্মণ সঙ্কোচ ক'চ্চো আমায় দেখে, ভিক্ষুক আমি।

পুরো। যাও এই নাও পয়সা (একটী পয়সা দিতে উদ্যত)

ভব। আমি ত পয়সার জন্য আসিনি, প্রিয়বর, এই ভিক্ষা দাও—তোমার মুখোস খুলে ফেল। তোমায় সরল জেনে, তোমায় পণ্ডিত জেনে, কত লোক যে আপন পায় কুঠার মারিতেছে, তোমার মুখোস ছেড়ে নিজ মূর্ত্তিতে পরিচিত হও। নচেৎ শোধরাও; এই ভিক্ষা—

পুরো। বচনানন্দ (চীৎকার করিয়া) বচনানন্দ! যাও

সরে পড়, ভিক্ষুক ব'লে তাই ক্ষমা করলুম। নইলে এখনি গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিতুম। যাও, বেরিয়ে যাও, বেরোও বল্‌চি।

ভব। দেখ বিবেচনা ক'রে।—

পুরো। কোন কথা না, বেরোও, বেটা ভিক্ষুক ভিক্ষে কর্‌তে এসে, তত্বজ্ঞানের কথা।

ভব। যাচ্ছি—কিন্তু তোমায় একটা কথা ব'লে যাব, বিবেককেত তাড়াতে পারবে না। সে নিত্য অভিশাপের মত তোমায় ভয় দেখাবে। আবার আসব, যখন বিবেকের তাড়নায় ছটফট করবে, তখন আবার আসবো, এখনও বলছি মুখোস খোল—

পুরো। তবে রে ব্যাটা (গলাধাক্কা দিয়া বাহির করণ) (পরে উচ্চৈঃস্বরে) বচনানন্দ ! ও বচনানন্দ ! আরে ভাল পাগলের পাল্লায় পড়লুম !

(মাতঙ্গীর প্রবেশ।)

মাত। হ্যাঁগা ! ষাঁড় চেঁচান চেঁচাচ্ছ কেন ? কি হ'য়েছে একেবারে, রেগে যে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়েছো, কি হ'য়েছে।—

পুরো। আসুক ব্যাটা। এই ছাখ দিখিন, সদর খুলে

কোথায় বেরিয়েছে, আর যত সব ভিখিরী এসে জ্বালাতন কর্‌ছে।

মাত। তা অমন ডাক ছাড়ছো কেন? বাড়ীতে কি টেঁক্‌তে দেবে না?

পুরো। (বিরক্ত ভাবে) যাও, একে মর্‌ছি নিজের জ্বালায়, আবার তুমি এলে জ্বালাতন কর্‌তে। ইচ্ছে হয়, কোথাও বেরিয়ে যাই।

মাত। ও সর্ব্বনেশে! আমি বুঝি তোকে জ্বালাতন কর্‌তে এলুম, এখন চক্ষুশূল হ'য়েছি বুঝি। আবার কারোর উপর নজর পড়েছে বুঝি, আচ্ছা আমিও তক্কে তক্কে রইলুম, ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়্‌বো।

[প্রস্থান।

পুরো। হৃদয়ে যেন কাক ডেকে গেল। যেমন রূপ, তেমনি কাঁসরের মত কণ্ঠস্বর। সে স্বরে আর এ স্বরে—কেন মন বৃথা আশা দিচ্ছ, না না, বৃথা কেন, প্রতিভা—ইহকাল ত হারিয়েইছি, পরকালের বিনিময়ে তোমায় এ হৃদয়ে বসাইব। বচনানন্দ!

(আজ্ঞা বলিয়া বচনানন্দের প্রবেশ)

পুরো। (ক্রুদ্ধস্বরে) হারামজাদা, ছিলি কোথায়, যে সে

এসে অপমান করে গেল, আর তুই বেটা কোথা গেছিলি।

বচ। বাবাঠাকুর, তোমার কাজেইত গিছলুম, আমার কাজে নয়, আমি যতই তোমার জন্যে ঘুরি, তুমি ততই আমায় গালাগালি কর। এই নাহাক সকাল বেলাটায় কতকগুলো গালমন্দ।—

পুরো। আমার আবার কি কাজ কর্‌তে গেছলি—মিথ্যুক বেটা।

বচ। (পকেট হইতে মোড়ক বাহির করিয়া) বাবাঠাকুর —এই বড়তামাক আন্‌তে গো, মিথ্যা কথা নয়, দেখলুম—তোমার সকালকার নেই—

পুরো। (হাসিয়া) বাঁচালি বাবা, তাই বলি, বচনানন্দ আমার বিনা কাজে কি কোথাও যেতে পারে ?

বচ। বাবাঠাকুর তুমিত মোড়া দেখে হাসলে, আর আমি যে নিছক গালাগালি খেলুম।

পুরো। (হাসিয়া) ওরে ও সব আশীর্ব্বাদ, আমি বামুন, ও সব আশীর্ব্বাদ।

বচ। ঠাকুর বেশ আশীর্ব্বাদ যা হোক।

পুরো। যা যা ও সব কিছু মনে করিস নি, দেখ—এক

ব্যাটা ভিকিরী এসে বলে কি না—ঠাকুর ও সব ছাড়ো—ও জান্‌লে কি ক'রে বল দেখিন্‌।

বচ। (সত্রাসে) এঁ্যা বল কি বাবাঠাকুর—তোমার কাছে ও এসেছিলো, কি হবে বাবা, তুমি ব্রাহ্মণ তোমায় কেউ কিছু বল্‌বে না! কিন্তু আমাকে, ও বাবা, ভাব্‌লে গা শিউরে উঠে! দোহাই বাবা আমায় রক্ষা কর।

পুরো। কি হ'য়েছে, অত ভয় কেন, আমার চেলা হ'য়ে এত ভয়, সেও ত না হ'তে পারে।

বচ। (সভয়ে) সে, ঠিক সে, অত বুকের পাটা—কার আর হ'বে। আমায় যখন ভাঁটার মত চোক ঘুরিয়ে বল্‌লে, ও বাবা! এবারেই গেছি, আচ্ছা বল দেখি তার চেহারাটা কেমন।

পুরো। (বচনানন্দ প্রত্যেক কথায় চমকাইয়া হ্যাঁ হ্যাঁ করিতে লাগিল) একহারা কেমন, একটা লাল রঙের আলখেল্লা, চুলগুলো একটু কোঁকড়া, কেমন, হাতে একটা চিমটে—

বচ। (লাফাইয়া) সেই বাবাঠাকুর গো, সেই, কি হ'বে বাবা, দোহাই, ধরম বাপ, রক্ষা ক'রো, দোহাই বাবা।

পুরো। এক ব্যাটা ভিখিরির ভয়ে এত কাতর। ওঠ, ব্যাটা আমি থাক্‌তে তোর কোন ভয় নেই—

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—শিবমন্দির—

কাল—মধ্যাহ্ন।

জনৈক দেবতা ও জনৈক দেবী।

গীত।

(দেবী) দেখছো কেমন মর্ত্তে এসে ?
(দেব) দেখে শুনে বাক হ'রেছে
কি আর বল্‌বো প্রাণ প্রেয়সী।
(দেবী) (এরা) জাতব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে
মুড়ি মিছরি এক হ'য়েছে।
আবার বামুন দাঁড়ায়ে করজোড়ে শূদ্র রয়েছে বসি ॥
(দেব) হেতায় দেবতার মত মানুষ আছে
চণ্ডালের চেয়েও অধম আছে
ও সে ঠিক যেন স্বর্গ নরক পাশাপাশি ॥
(উভয়ে) ওগো হেথায় স্বর্গ নরক পাপাপাশি ! !

(প্রস্থান)

(ভবঘুরের প্রবেশ)

ভব। নিয়তির চক্রে বাধা দিতে গেলুম, স্রোতের মুখে তৃণ বাধা দিলে তার যেমন অবস্থা হয়, আমার ও তাই, বেশির মধ্যে গলা ধাক্কা ; কিন্তু বাধা দিতেই হবে, যেমন করে হউক, এতে যদি প্রাণ যায়, তাও স্বীকার, —নির্ব্বিবাদে একজন সমাজের বুকের উপর যথেচ্ছাচার কর্‌বে, নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো, কখন না, সতী স্ত্রীর উপর লম্পটের অত্যাচার হবে, বিস্ময়ে চেয়ে দেখবো, জীবনের ভয়ে একটা ও কথা কইব না ! মৃত্যু ! সেত আছেই, দুদিন নয় দশ দিন পরেও ত হবে, না হয় দুদিন পেছিয়েইমরব। আগে প্রতিভাকে সাবধান করে দেই ; নচেৎ কি জানি লম্পটের অসাধ্য কাজ নেই। এই যে প্রতিভা দিদি আস্‌ছে।

(পূজার উপকরণাদি লইয়া প্রতিভার প্রবেশ)

দিদি ! একটা কথা আছে, তুমি এ দিকে এসো !

প্রতি। কি কথা ভাই। তোমার খাওয়া হয়েছে !

ভব। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে দিদি, তোমার পাগল ভাই যা বলে মন দিয়া শুন। - দিদি বাড়ীর বাহির হয়ো না, যদি জিজ্ঞাসা কর কেন ? তার উত্তর দিতে

পারবো না, সে কথা মুখে আন্‌লে, দেহ অপবিত্র হবে, তুষানলে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে; তাই বল্‌চি দিদি, কোন প্রশ্ন না করে, যা বলি শোন, পুকুরে বা মন্দিরে কখন এসো না, আর ওই ব্রত ট্রত গুলো দিন-কতক ছেড়ে দাও, আর—

প্রতি—সে কি! কেন? আমি বিধবা, আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছেড়ে দেবো? একি বলছো ভাই! তুমি জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, তোমার মুখে আজ একথা কেন ভাই, বোধ হয়, তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে; এ যে অসম্ভব কথা!

ভব। এর চেয়ে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে কথা, বোধ হয় জীবনে কহি নাই, এই মাত্র ত বল্লুম প্রশ্ন করোনা, যা বল্‌ছি শুন।

প্রতি। কেন? কারণ বলতেই হবে। যদি ভগ্নীভেবে কখনও ভালবেসে থাক, যদি আমাকে অভাগিনী ভেবে অবিশ্বাস না কর, তাহলে আমায় বলতেই হবে।

ভব। একান্তই শুনবে; কিন্তু দিদি, সে কথা শুনলে হয়ত ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাবে, স্বর্গকে নরক বলে মনে হবে, সত্যকে মিথ্যা বলে মনে হবে; কাজ নেই সে

কথা শুনে, আমিতো বলতে পারব না, আমার জিহ্বা অসাড় হয়ে যাবে।

প্রতি। বল ভাই—সে কথা যতই কঠোর হউক না কেন, নিশ্চল পাহাড়ের মত আমি তা দাঁড়িয়ে শুনবো—বল, বল—

ভব। দিদি! শিবশঙ্কর তোমার দিকে কুদৃষ্টি দিয়েছে, তোমায় হস্তগত করবার জন্য লোকজন ঠিক করেছে। (মস্তক হেঁট করিয়া দাঁড়াইলেন)

প্রতি। পৃথিবী রসাতলে যাক্, সূর্য্য ডুবে যাক্, ঘোর অন্ধকার এসে এ পৃথিবীর দৃশ্য মুছিয়ে দিয়ে যাক্। একি নিয়ম প্রভু তোমার! আমি তাকে পুত্র ভেবে, পিতা ভেবে, তার কাছে ব্রত উদ্যাপন করলুম; সে নারকী আমার দিকে অন্য-ভাবে চাইলে। সতীর গর্ভে জন্ম আমার, সতী আমি, আমি বলছি দাদা তাকে বলো সে তেজ শত সহস্র শিবশঙ্করকে ভয় করে না, সে তেজ কোন বিভীষিকায় মাথা নোয়ায় না। (সদর্পে প্রস্থান)

ভব। কি মহিমময় ঐ দৃশ্য! সতী নারী আপন গৌরবে চ'লে গেল! কার সাধ্য ও তেজের সামনে অগ্রসর হবে! আমি ঠিক চেয়ে রইলুম—কি দেখলুম,

যেন আমি এ ধরায় নেই, কোন অজ্ঞানা সতী সাবিত্রীর দেশে গেছিলুম। মানুষ! এ দৃশ্য দেখেও কি তোর চোখ ফুটবে না।

(প্রস্থান)

৪র্থ দৃশ্য।

হরিদাসের অন্তঃপুরস্থিত খিড়কি।

প্রভাবতী।

প্রভা। কই এখনও এলোনা। সকাল থেকে ব'সে আমি তোমায় একবার দেখবার জন্য; কিন্তু কই এখন ত এলে না। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) এমন দুর্ভাগ্যবতী নারী বোধ হয় নেই যে, স্বামীর সেবা করিতে পায় না; কিন্তু আমার ভাগ্য অন্যরূপে গড়া। হে অনাদি-নাথ ঈশ্বর এ তনয়ার কাতর প্রার্থনা শুনেও কি তোমার মন টলে না। (দোহাই প্রভু) আমার স্বামীকে আমার কাছে দিয়ে যাও, আমি তাঁর চরণসেবা করে সুখী হই (পশ্চাতের দ্বারে শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া কৃষ্ণকান্তকে দেখিতে পাইয়া এবং তাহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া)

এঁ্যা তুমি এসেছ! তুমি এসেছ! এস—এস। দাঁড়িয়ে রইলে কেন!

কৃষ্ণ। (সভয়ে) কেউও নেই এখানে (পরে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া) নিজের বাড়ীতে আস্‌তে হবে চোরের মত। প্রভাবতি! আমাকে দেখলে তোমার কষ্ট হয়—দুঃখ হয়! এর চে'য়ে, যদি অন্য কাহারও সহিত তোমার বিবাহ হত, তাহলে খুব সুখী হতে।

প্রভা। একি নিষ্ঠুর পরিহাস! তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব—আমার দেবতার দেবতা। স্বামীর সুখে যার সুখ, সেত সর্ব্বদাই সুখী। তুমি যাতে সুখ পাও, তাই ক'রো। একটী অনুরোধ—একবার ক'রে এস।

কৃষ্ণ। দেখ বেশ থাকি, তার পর কি জানি কোন এক অজানা শক্তি আমায় হাত ধ'রে নরকের পথে নিয়ে যায়, শত সহস্রবার যুদ্ধ ক'রেছি; কিন্তু পারি নি, নিজেই ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে যাচ্ছি। প্রভা! আমায় বাঁচাও, নইলে আমি ক্রমশঃ অধঃপতনের পঙ্কিল পথে নেমে যাচ্ছি। (কাঁপিতে লাগিলেন)

প্রভা। কার সাধ্য তোমায় নিয়ে যাবে! আমি তোমায় বাহু দিয়ে ঘিরে রেখেছি;—তুমি প্রকৃতিস্থ হও। কাঁপছ কেন?

কৃষ্ণ। জানিনা প্রভা—তুমি দেবী না মানবী! যদি দেবীর চেয়েও দেবী থাকে, তাহ'লে—তুমিই আছ। বুঝি সব, কিন্তু পারি না। মনে করি, স্বচ্ছসরোবরের বিশুদ্ধ জল মুখের সামনে থাক্‌তে কেন আমি পঙ্কিল সরোবরের অপবিত্র জল খেতে যাই; কিন্তু সে ওই মনেই হয়, পারি নাত; বলত প্রভা! কি কর্‌লে আমায় দুষ্ট সরস্বতী ছেড়ে যায়।

প্রভা। তুমি জ্ঞানী—তোমায় আমি কি উপদেশ দেবো; কিন্তু একটা কথা,—যিনি তোমায় এ সংসারে পাঠিয়েছেন, যাঁর রচিত এই সুন্দর পৃথিবী, তাঁর পদে স্মরণ লও, তোমার সব ভাল হ'য়ে যাবে।

কৃষ্ণ। ঠিক বলেছো প্রভা! তাঁকেই ডাকবো, তাঁর পদে শরণ লওয়া ভিন্ন আমার অন্য উপায় নাই। প্রভা, আর আমি তোমায় ছাড়বো না; তোমার কাছ থেকে আর আমি যাব না; তুমি আমায় আটকে রেখো। পিতামাতার পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইবো, আর না প্রভা—বাপমাকে একদিনও সুখী কর্‌তে পারলুম না; তোমাকে পে'য়ে অবধি একদিনও আদর করি নাই; কিন্তু নিয়ত তোমরা আমার জন্য ঈশ্বরের

নিকট প্রার্থনা কচ্ছ। ঈশ্বর! শুনেছি, তুমি শরণাগত, আশ্রয়! অন্ধ হ'য়ে—তোমায় এত দিন ভুলেছিলুম। হে বিশ্ব সম্রাট্! সুপথের দিকে আমার মতিগতি ফিরিয়ে দাও। আমি সংসারী হ'ব; আমি পিতামাতা, স্ত্রী, সকলকে আবার সুখী ক'রবো। তুমি দয়াময়, দয়া ক'রে আমায় উদ্ধার ক'রো। প্রভা! গোটাকতক টাকা দিতে পার? দুএকটা সামান্য ঋণ আছে শোধ করে আসি।

প্রভা। (বালা খুলিয়া) এই নাও, সমস্ত ঋণ পরিশোধ ক'রে এস।

কৃষ্ণ। না, না ওটা থাক, সবত নিয়েছি, শুধু ওইটে—বাকী ছিল, ওটা আমি পারব না।

প্রভা। তোমার দেওয়া জিনিস তুমি নাও, এতে কোন দুঃখ ক'র না। স্বামীর মত অলঙ্কার থাকৃতে সতী স্ত্রী অন্য অলঙ্কারকে তৃণের মত মনে করে।

কৃষ্ণ। চললুম প্রভা! আমি এখনই ফিরবো, ক্ষমা করবেন না পিতা মাতা? পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইব, নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন। প্রভা, চল্লুম। প্রাণে আজ নূতন শান্তি পেলুম।

(প্রস্থান)

প্রভা। হে মা মহাশক্তি! এত দিনে বোধ হয় আমার কাতর ক্রন্দন তোমার মনে লেগেছে; মা! আর যেন স্বামী কুপথে না যায়। বহুদিন পরে বোধ হয়, নারায়ণীর কৃপায় স্বামীকে ফিরে পেলুম, মা তোমায় কোটী কোটী প্রণাম।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—আড্ডা; কাল—সন্ধ্যা।

(কতকগুলি লোক মদ খাইতেছিল)

১ম লো। আর ত চলে না, এই এক বোতলে এতগুলো লোকের ফোঁটা কাটতে কুলোবে না—হাতেত একটা পয়সা নেই।

২য় লো। দাদা, কাপ্তেন ত বাজারে নেই; তবে শিব-শঙ্করের দয়ায় এখনও যা হোক চল্‌ছে; কিন্তু সেও বোধ হয়, আর বেশী দিন নয়।

৩য় লো। কেন? বেশী দিন নয় কেন?

২য় লো। সে বড় ঘুঘু, সে কি এক পয়সা কখনও

খাওয়ায়; ওই, হরিদেবের ছেলের মাথায় হাত বুলিয়েছেন, পনের গণ্ডা সাড়ে তিন পাই নিজের সিন্ধুকে রাখ্‌ছেন, আর আধ পাই আমাদের দিচ্ছেন; তাও শুনতে পাই ফুরিয়ে এলো, আর আমাদেরও নেশা ছাড়তে হলো।

৪র্থ লো। (২য় প্রতি) ছাড়তে হয় তুমি ছাড়, আমি বাবা তা হ'লে আত্মহত্যা ক'রবো। কেন রাস্তায় কি লোকজন চলে না? একবার বেরুলে তিনটী বোতলের দাম চুকিয়ে নেই, আমার হাত খুব সাফাই আছে।

(আড্ডাধারীর প্রবেশ)

১ম। বাবা, তুমি যখন এসেছো, কিছু ছাড়। এই একটী বোতল নিয়ে আছি, বাবা, দোহাই বাবা, কিছু ছাড়।

আড্ডা। বিরক্ত করিস্‌নে অন্য দিন হবে। ভাল হ'য়ে বস সব, শিবশঙ্কর ও কৃষ্ণ বাবু আস্‌ছেন।

সকলে। (সোল্লাসে) বাবা, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।

(পুরোহিতের সহিত কৃষ্ণকান্তের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। আবার এখানে কেন আন্‌লেন?—আমি প্রভার গায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, ওসব আর কিছু ছোঁব না।

পুরো। ক্ষেপেছো বাবা, ওকি একটা কথার মত কথা হ'লো, বেশী না খাও একটুখানি।

কৃষ্ণ। না আপনি আমায় ও বিষয় আর অনুরোধ করবেন না।

২য়। বাবা, তুমি না খাও আমাদের একটু দাও।

কৃষ্ণ। (পুরোহিতের প্রতি) আপনি দিন ওদের পাঁচটা টাকা, ওরা আমোদ-আহ্লাদ করুক, আমি চল্লুম।

পুরো। সেকি বাবা, একটু বস; ওরা আমোদ করুক, তুমি দেখে যাও।

কৃষ্ণ। আচ্ছা একটু বসলুম; কিন্তু আপনার চরণে নিবেদন—এ বড় মজার জিনিস—এত প্রলোভনের কাছে বেশীক্ষণ থাক্‌তে পারব না।

(সকলে মদ্য লইয়া আসিয়া খাইতে গেল, পুরোহিত ইঙ্গিতে খাইতে নিষেধ করিলেন)

পুরো। বাবা, ওরা বল্‌ছে, তুমি একটু না খেলে ওরা কিছুতে খাবে না।

কৃষ্ণ। দোহাই আপনাদের আমায় আপনারা ক্ষমা করুন। (স্বগতঃ) তাইতো কি করি—এক গ্লাস খাই, এদেরও আর অনুরোধের পথ থাকবে না (প্রকাশ্যে) আজকের মত ক্ষমা করুন।

পুরো। নাও বাবা, বেশী নয় (একটী গ্লাস ঢালিয়া) এই-টুকু নাও, আমায় এত লোকের মাঝে অপমান ক'রো না (অন্য লোকদিগকে ইঙ্গিত করিলেন)

সকলে। খান, অইটুকু না খেলে আমরা খাব না, আমাদের সকলের অনুরোধ—

কৃষ্ণ। বেশ, এই এক গ্লাস, আর অনুরোধ শুন্‌বো না।

পুরো। না না, কেউ অনুরোধ কর্‌বে না। (গ্লাস-প্রদান)

কৃষ্ণ। (খাইয়া গ্লাস রাখিয়া) তাইত কি কর্‌লুম। প্রভার কাছে এত ক'রে বলে এলুম রাখতে পাল্লুম না।

(সকলে মদ্য খাইতে লাগিল)

কৃষ্ণ। (পুরোহিতের প্রতি) আমায় আর এক গ্লাস দাও।

পুরো (সোল্লাসে) এস ত বাবা! এই ত কথার মত কথা (পুনরায় মদ্যপ্রদান)

কৃষ্ণ। (পান করিয়া জড়িত কণ্ঠে) ও সব চুলোয় যাক, কথা রাখা, যদি আমি না রাখি, প্রভা রাগ কর্‌বে করুক; কিন্তু কিরণ আমায় ভালবাসে। কিরণ! যাচ্ছি, রাগ করনি, প্রাণের ভিতর রাবণের চিতা জ্বলছিল, নিভে গেল। সুরাসুন্দরী! তোমার কৃপায় নবজীবন পেলুম, আশীর্ব্বাদ কর যতদিন বাঁচবো, তোমার

দাসানুদাস হয়ে, তোমার সেবায় যেন জীবনটী অতিবাহিত করি। কিরণ! ডাক্‌ছো—যাচ্ছি।

(টলিতে টলিতে প্রস্থান)

১ম লো। (দ্বিতীয়ের প্রতি) তাই ত চলে গেল, আর কিছু বাগাতে পার্‌লে হোতো, ওর মত ছটাকে মাতাল আমরা ত নই।

পুরো। ভয় নেই আমি যখন আছি, যত পার খাওয়াব; এই চল্লুম—আরও বোতল আনতে (প্রস্থান)

২য়। (সকলের প্রতি) পালাল নাকি? একেবারে যেন দাতাকর্ণের মত কথা ক'য়ে গেল যে হে!

(মদ্য লইয়া পুরোহিতের পুনঃপ্রবেশ)

পুরো। (সকলের প্রতি) এই নাও ভাই খাও, যত পার খাও; কিন্তু আমার একটী কাজ কর্‌তে হ'বে।

১ম লো। দাদা, জীবন পর্য্যন্ত দেবো; কি কাজ ফরমাইয়ে।

পুরো। বড় গুরুতর কাজ, একটু স্থির হ'য়ে শোন।

২য় লো। ব'লে ফেল বাবা, আমরা চিরকাল ত স্থির—তিন বোতলে কিছুই হয় না।

১ম লো। চুপ কর্ শালা, কি ব'লে শোন না—

পুরো। ভাই সব, যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও, তা হ'লে বলি—

সকলে। আমরা প্রতিজ্ঞা করলুম্ (পুরোহিতের পদস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করণ)

পুরো। দশ দশ বোতল মদ আর দশ দশ টাকা প্রত্যেককে—যদি কার্য্য উদ্ধার হয়—শোন ভাই—সব—হরিদেবের ভগ্নীকে চাই—

১ম। এই কথা? যদি আকাশ ফুঁড়ে অপ্সরীদের আন্‌তে বল্‌তে, তাও কর্‌তুম, আমরা প্রস্তুত।

২য়। কিন্তু কি উপায়ে?

পুরো। সমস্ত ঠিক আছে, কল্য শিবরাত্রি, সরকারদের শিবমন্দিরে প্রতিভা পূজা কর্‌তে আসবে; সেই সময় আমরা মুখ বেঁধে আড্ডায় আন্‌বো. এখন তোমাদের হা'ত।

২য় লো। বেশ; তাই হ'বে। দ্বিতীয় প্রহর পূজার সময় আমরা মুখে মুখোস দিয়ে হাজির থাক্‌বো।

পুরো। চিরকালের জন্য কেনা হয়ে রইলুম তোমাদের কাছে; এখন যাই মনে রেখো (প্রস্থানোদ্যত)

৩য়। ভায়া, আমাদের কথাও যা, কাজও তা, তবে দাদা, —অগ্রিম কিছু ছাড়।

পুরো। এই নাও অর্দ্ধেক এখন দিলুম, কার্য্যোদ্ধারের—সঙ্গে সঙ্গে বাকী মিলে যাবে।

(প্রস্থান)

২য় লো। (সকলের প্রতি) ভগবান ত আছে, এই খানিক আগে ভাবছিলুম দাদা, পনের দিনের কিনারা হল, এস একটু আমোদ করি—

গীত।

আমরা পয়সা পেলে
কর্ত্তে পারি সব।
আকাশ ফুঁড়ে ঢুক্‌তে পারি,
পাহাড় ছিঁড়ে আন্‌তে পারি,
(আমরা) জ্যান্ত মানুষ করতে পারি শব।

প্রত্যেকে—আমরা পয়সা পেলে করতে পারি সব।

(সকলের প্রস্থান)

—০—

চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—ভবঘুরের কুঠীর।

কাল—সন্ধ্যা।

ভব। মনে করি, লোকের কথায় থাক্‌বো না; সে কথা মনেত করি, পারি কই? এক একবার মনে হয়, ঐ শিবশঙ্কর আর কৃষ্ণকান্তকে একটু শিক্ষা দিই; কিন্তু সে শিক্ষা ত শিক্ষা হ'বে না, মাঝে থেকে ইচ্ছা-শক্তিকে বৃদ্ধি করা। যখন নিজেরা বুঝবে, যখন নিজেদের ঘৃণা হ'বে, তখন হ'ল খাঁটী শিক্ষা, জীবনে আর ও রাস্তায় যাবে না। হে সর্ব্বশক্তিমান! ওদের সুপথে চালাও—এই আমার প্রার্থনা!

(হরিদেবের প্রবেশ)

(দেখিয়া) আসুন, নমস্কার, ওদিকের কি বন্দোবস্ত করলেন?

হরি। (নমস্কার করিয়া) সমস্তই ঠিক; কিন্তু একি অত্যাচার! এত বড় সাহস তার—

ভব। বিস্মিত হ'বেন না। দুনিয়ায় বিস্মিত হ'বার কিছুই নেই। আমি অনেক দেখেছি, আমিও আগে আপনার মত বিস্মিত হতুম; কিন্তু যখন পৃথিবীর সঙ্গে উত্তমরূপ পরিচিত হ'লুম, তখন দুনিয়াকে আর এক রকম ধারণা হ'লো! কখন আস্‌বে তারা?

হরি। ঠিক বারটার সময়, সরকারদের বাগানে লুকিয়ে থাকবে।

ভব। বেশ ঠিক হ'য়েছে, এখন আপনি গৃহে যান, বাকী সমস্ত আমি কর্‌বো। তবে পাহারাওলাদের মনে রাখতে বলবেন, আমি ইঙ্গিত করলেই যেন ঠিক সকলেই উপস্থিত হয়।

হরি। সে জন্য চিন্তা কর্‌বেন না, সে সব আমি ব'লে রাখবো; কিন্তু আপনি আজ আমার মান ইজ্জত রক্ষা কর্‌লেন, এর ফল ঈশ্বর দেবেন।

ভব। আপনি যান—ওসব কিছু নয়!

(নমস্কার করিয়া প্রস্থান)

এইবারে কোন্ উপায়ে প্রলোভিত করি? (পায়চারি করিতে করিতে) (আনন্দিত স্বরে) হয়েছে স্ত্রীলোকের বেশে, পূজার উপকরণাদি ল'য়ে, যেমন প্রতিভা

যেতো, সেই রকম ক'রে যাবো। একে অন্ধকার, তায় আবার কামান্ধ পুরুষ—চিন্‌তে পার্‌বে না।

(মিত্র খুড়োকে বহন করিয়া শিষ্যগণের প্রবেশ)

ভব। (শিষ্যগণের প্রতি) এমন অসময়ে তোমরা এখানে ?

৩য় শিষ্য। গুরুদেব ! আমাদের মার্জ্জনা কর্‌বেন। আমরা বিশেষ কার্য্যে আপনার উপদেশ ল'তে আস্‌ছিলুম। পথিমধ্যে দেখলুম্ এই বৃদ্ধ রাস্তায় মৃতবৎ পড়ে। হাবুল নাড়ী পরীক্ষা ক'রে বল্লে, এখনও জীবন আছে; অতএব চল, নিকটে গুরুদেবের কুটীর, যদি সেখানে নিয়ে যেতে পারি, গুরুদেবের চরণসাহায্যে এর চৈতন্য হ'বে।

ভব। (ব্যস্তভাবে) দেখি দেখি, (দেখিয়া) একি, এ যে মিত্তির খুড়ো। তাইত, কে এ কাজ ক'ল্লে ! জ্ঞান ! তুমি ওঁকে কুটীরের ভিতর ল'য়ে যাও, হাবুল, তুমি একটু দুগ্ধের চেষ্টায় বেরোও।

(হাবুলের প্রস্থান। পশ্চাৎ ভবঘুরের প্রস্থান এবং মিত্র-খুড়োকে কুটীরের সামনে শোয়াইয়া জ্ঞান ও ১ম শিষ্য বসিয়া রহিল)

জ্ঞান। তাইত, বলাই, একি বিপদ পথিমধ্যে, আহা! এই বৃদ্ধকে এরূপভাবে কোন পাষণ্ড প্রহার ক'রেছে, যা হো'ক বুড়োর সৌভাগ্য যে গুরুদেবের কুটীরে এসে পৌঁচেছে।

বলা। দেখ জ্ঞান, কই, আরত নিশ্বাস বইছে না, দ্যাখ—দ্যাখ!

জ্ঞান। (দেখিয়া) তাইত এ যে সব স্থির হ'য়ে আস্‌ছে বলাই তুমি ব'স, আমি গুরুদেবকে দেখি, অই যে দেব এসে পড়েছেন,—

(ভবঘুরের প্রবেশ ও কতকগুলি পাতার রস নিঙ্‌ড়াইয়া বৃদ্ধের বদনের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিলেন)

(পরে বৃদ্ধের পার্শ্বে বসিয়া, নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিছুক্ষণ পরে, প্রফুল্লিত স্বরে)

ভব। এ যাত্রাটা বোধ হয় তাঁর কৃপায় ফিরিয়ে আন্‌তে সক্ষম হ'বো।

(হাবুলের প্রবেশ

(হাবুলকে দিখিয়া) দুগ্ধ সংগ্রহ হয়েছে?

বাবু। এইটুকু মাত্র পেলুম।

ভব। এইটুকুতেই বৃদ্ধকে এযাত্রা প্রাণদান করবে, (পরে জ্ঞানকে) জ্ঞান, একটু একটু ক'রে দুধটুকু ওঁর মুখের

ভিতর দাও, অই দেখ, ঠোঁট নড়ছে, দাও শীঘ্র দাও,

(জ্ঞানের দুগ্ধ অল্প করিয়া ঢালিয়া দিওন)

মি-খু। (কিছুক্ষণ দুগ্ধ পান করিয়া) আমি কোথায় ?

ভব। এই যে খুড়ো, তোমার পাগলা ছেলের কুটীরে।

মিঃ-খু। (ক্ষীণ কণ্ঠে) কেন বাঁচালে বাবা ! ও ! কৃষ্ণকান্ত শেষে এ কাজও তুই কর্‌লি !

ভব। (উত্তেজিত ভাবে) কৃষ্ণকান্ত ! আর তোমাকে আমি ক্ষমা কর্‌বো না। এত অধঃপাতে গেছো যে পিতৃবন্ধু বৃদ্ধের এই অবস্থা করেছো। জ্ঞান-হাবুল, যাও, যেখানে থাকে, এই রকম অবস্থা ক'রে রেখে এসো।

মিঃ-খু। (অতি কষ্টে উঠিয়া বসিয়া ভবঘুরের হাতটী ধরিয়া) বাবাজী, এবারকার মত ক্ষমা করো, বালক সে——

ভব। না বাবা, বালক, বালকের মত থাকুক ও রকম বালককে একটু শিক্ষা না দিলে, আরও অত্যাচারী হ'য়ে পড়্‌বে।

মিঃ-খু। না বাবা, আমার অনুরোধ, এবার মার্জ্জনা কর, বল তাকে ক্ষমা কর্‌লে——

ভব। আপনার যখন আদেশ হ'য়েছে, তখন আর কি

ব'লবো, আপনি যখন ক্ষমা করেছেন, তখন আমিও মার্জ্জনা কর্‌লুম। জ্ঞান! একখানি শিবিকার প্রয়োজন—

মিঃ-খু। না, আর শিবিকার প্রয়োজন নেই। তোমাদের স্কন্ধে ভর দিয়ে, আমি গৃহে যেতে সমর্থ হ'বো।

(ভবঘুরে ও শিষ্যগণের স্কন্ধে ভর দিয়া মিত্র খুড়োর প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—পুরোহিতের অন্দরমহলস্থ কক্ষ।

কাল—প্রাতঃকাল; বৃন্দাবন শিরোমণি ও রাজলক্ষ্মী কথোপকথন করিতেছিলেন।

বৃন্দা। (বিদ্রূপ স্বরে) দেখ্‌ছো তো—তোমার গুণধর পুত্রের কীর্ত্তি। মায়ের প্রতি কেমন টান দেখ্‌ছো তো—

রাজ। কি আর বল্‌বো, আমার পোড়া অদৃষ্ট! এত উচ্ছন্ন গেল যে, প্রত্যহ মদ খায়; (পরে নিম্নস্বরে) সে তো আমার দোষ, আগে স্নেহে অন্ধ ছিলুম, স্নেহের খাতিরে শাসন করিনি, এখন ত আমাকেই ভুগ্‌তে হ'বে।

বৃন্দা। এখন কি ফিরে যাবে? না আরও অপমানিত হবে।

রাজ। পুত্রের কথায় কি অপমান মনে কর্‌তে হয়?

বৃন্দা। তুমি মনে না কর্‌তে পার, আমি অনেক সহ্য ক্’রেছি; কিন্তু আর পাচ্ছি না। তুমি এখানে থাক, আমি যাই। এতটা পরিশ্রমও অর্থ খরচ ক’রে এ বুড়ো বয়সে গলাধাক্কা খেতে আসা বইত নয়।

[প্রস্থান।

রাজ। এক দিকে স্বামী, অন্য দিকে পুত্র, একি বিপদে ফেল্লি মা! সতীরাণি! এখন আমি কোন দিক রাখি? স্বামীকেই বা কোন মুখে থাক্‌তে ব’লি। এ নিত্য অপমানে আমারই যখন সময়ে সময়ে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, তখন উনি ত পুরুষ—অনেক সহ্য করেচেন; দেখি, মা’র মনে কি আছে।

[প্রস্থান।

(পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরো। এত দিনের পর প্রাণের তৃষ্ণা থাম্‌লো! প্রতিভা! এতদিনের পর তোমায় বক্ষে ধর্‌বো, তুমি হয় ত প্রথমে রাগ কর্‌বে, বল্‌বে যে এত লোকজন নিয়ে আমায় কেন আন্‌তে গেছ্‌লে, তখন বলবো—

(নেপথ্যে ও শিবু!)

(উচ্চৈঃস্বরে) যাচ্ছি (ভ্রূকুটী করিয়া) দেখ দেখিন্

কোথাকার আপদ এসে হাজির—যেন চাকর! এই কত সুখের মুহূর্ত্ত—এই সময় ডেকে বল্‌বে "বাবা বস" একটু শাস্ত্রালাপ করি, "অই ভয়ে কাশী থেকে পালিয়ে এলুম। এখানে এসেও সেই পুরাণ কথা—

(মাতঙ্গীর প্রবেশ)

মাত। মামার ডাকটা কাণে পৌঁছোল না বুঝি, এই সকাল বেলায় কার সর্ব্বনাশ কর্‌বে ?

পুরো। চুপ্‌ কর, আমি শুনতে পেয়েছি। এই কথা বলবার জন্যে যদি এসে থাক, তাহলে এখন যেতে পার।

মাত। আমার ছায়াটাকেও বুঝি এখন দেখতে পার না। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন) (পরে ঝঙ্কার দিয়া) এই বসলুম—এখানে, যেখানে যাবে সঙ্গে সঙ্গে এমনি বক্‌তে থাক্‌বো (মুখের কাছে হাত নাড়িয়া) আগেত একদণ্ড কাছে না দেখলে অজ্ঞান হ'তে।

পুরো। দেখ, সহ্যেরও একটা সীমা আছে। এই সকাল থেকেই ঝগড়া আরম্ভ কর্‌লে। কোথায় যাচ্ছি শ্রাদ্ধ করাতে, কি কি পুঁথির প্রয়োজন ভাবছি, এমন সময় ঝগড়া আরম্ভ কল্লে, যাও মিছে বিরক্ত করো না।

মাত। (বিদ্রুপ স্বরে) ওমা তাই ভাল, তাইত আমি বড় অন্যায় করেছি, দেখ আমি তোমার শিষ্য নয়—আমায় নূতন বিয়েও ক'রনি, আমি অনেক দিন থেকেই সব জানি—ও বগলে ইট হাতে হরিনামের ঝুলি ত্যাগ কর !

পুরো। (সক্রোধে) যাবে না ? যদি না যাও, গলাধাক্কা দে বার ক'রে দেবো ; ভাল কথায় বল্‌ছি, এখনও যাও এখান থেকে—এ আমার অমূল্য সময় নষ্ট ক'রো না।

মাত। ও চোক রাঙাবার ভয়ে আমি যাচ্ছি না, আমি এখানে থাকবো, যখন ইচ্ছে হবে, তখন যাবো নচেৎ—

পুরো। নচেৎ এই যে (সজোরে ঠেলিয়া দেওন ও মাতঙ্গীর পতন ও চীৎকারকরণ)

(বৃন্দাবন ও রাজলক্ষ্মীর প্রবেশ)

বৃন্দা। (ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে) পাষণ্ড ! শেষে স্ত্রীর গায়ে পর্য্যন্ত হাত তুল্‌লি—যদি আমার পুত্র হতিস্—(কাঁপিতে লাগিলেন এবং রাজলক্ষ্মীর মাতঙ্গী ও বৃন্দাবনকে টানিয়া লইয়া যাওন)

পুরো। আমার গৃহে আমি যাহা ইচ্ছা তাই কর্ব্ব,—

বেশ, যদি এ গালাগালির প্রতিশোধ না দিই, আমার নাম শিবশঙ্করই নয়, আচ্ছা।

(বচনানন্দের প্রবেশ)

বচনা। কি হ'য়েছে বাবা ঠাকুর, কর্ত্তা যে রেগে অস্থির।

পুরো। এত বড় স্ত্রীর সাহস যে, মুখের উপর চোপরা করে, আজ দেখ্‌তুম কত বড় সে পাজী মাগী।

বচ। সে দোষ ত তোমার বাপ, তুমি যদি আগে হ'তে শাসন ক'ত্তে, তাহ'লে এত দূর বেড়ে উঠতো না। তবে ব্যাপারটা কি বাবাঠাকুর !

পুরো। শোন, মাগীত ঝগড়া আরম্ভ ক'ল্লে। দিন দিন কিটী মিটী, কাঁহাতক সহ্য করি বল্‌ দেখি, রেগে ত ঘা কতক দিলুম, মাগীত চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো— ওই শুনে মাতুল আমায় দরদ দেখাতে এলেন, আমার বাড়ীতে বসে আমায় গালাগালি—

বচ। তখনই ত বলেছিলুম, যত রাগ তোমার আমার উপর বৈত নয়, মুখ ফুটে ত বল্‌তে পারবে না, হ'লেই বা মামা, সে এসে কি সত্ত্বে তোমার ঘরে তোমায় গালি দেয়, সে ত বল্‌তে পারবে না, হুকুম দাও না, এক ঘা লাঠীর ওয়াস্তা বইত নয় !

পুরো। আচ্ছা, আজকে ফিরি, তার পর বুঝে নেবো

তোর খবর কি বল্? সেগুলি বিক্রয়—হয়েছে।

বচ। (টাকার থলি প্রদান করিয়া) সব অলঙ্কারগুলি নিলে, গহনা দেখেই বেটা মহা খুসী একবার ঘস্‌লে—ওসব ভাল গিল্‌টি করা কিনা, সহজেত ধরবার যো নেই; তা আবার—ছোকরা দোকানদার, নতুন পয়সার মুখ দেখ্‌ছে; আর আমার সঙ্গে আলাপও বেশ আছে, তার পর দরদস্তুরের কথা উঠ্‌লো, আমিত হাজার থেকে এক পয়সাও কম কর্ব্বো না। অনেক কসা মাজা, দর দস্তুরের পর স্থির হ'ল নয় শত টাকা, আমি অমনি দুঃখিত হ'য়ে উত্তর দিলুম, নেহাত দায়ে প'ড়ে মাটির দরে ছেড়ে দিলুম দাদা, একটু বিবেচনা করবে না, বেটা হাতে টাকাটা দিয়ে ব'ল্‌লে "তাহ'ক দাদা, ওই ঠিক হ'য়েছে," বেটার মুখে একটা হাসির লহর খেলে গেল; মনে মনে বল্লুম, বাবাঠাকুর, এখন হাস বাবা, যখন বুঝ্‌বে—ও হাসির বদলে—চখের জলে বুক ভেসে যাবে, আর বচনানন্দ তখন তোমায় চিনতেও পার্‌বে না, এই সময় বাবা, গহনাগুলি বিক্রয় ক'রে ফেলো—বুঝলে তো।

পুরো। বাকীগুলি শীঘ্রই নিয়ে যাস্। যাক্ মনে আছেত

রাত্রির কথা, তুই সব যোগাড় ক'রে রাখবি, ও গুণ্ডা বেটাদের বিশ্বাস নেই, দেখিস্ বাবা শেষটা যেন কেলেঙ্কারি না হয়, আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, এ কার্য্যোদ্ধার সম্পূর্ণ ক'রে দিলে, তোমায় খুসী ক'র্ব্ব।

প্রস্থান।

। (পায়চারি করিতে করিতে) এত বড় একটা কাণ্ড নিরাপদে সমাধা হ'য়ে যাবে। উঁ, হুঁ, তাত আমার বোধ হয় না। সেই বেটা ভিখিরী আছে, ব্যাটাকে দেখ্‌লে আমার প্রাণের ভেতর কেমন ক'রে উঠে, যাহোক বাবা, একটু সাবধানে থাকতে হ'বে।

প্রস্থান।

৩য় দৃশ্য।

স্থান—কিরণের বাটী ; সময়—অপরাহ্ণ।

কতকগুলি বাবু অল্পবয়সী, পিছনের চুল কামান, এক মাথা টেরি, চুড়িদার পাঞ্জাবী, হাতে বাঁধা ঘড়ি—কিরণের সহিত হাস্য পরিহাস করিতেছে। কিরণ গাইতেছে।

গীত।

অত দূর হ'তে ভালবাসা কি যায়—
কাছে সরে এ'স, বুকে বুক রাখো
আমি শুধু ওগো, দেখিগো তোমায়!!

তুমি যে আমার মাথার মণি, তোমা বিনে আমি
অন্য নাহি জানি,
চরণ ধরি মিনতি করি, দূর হতে কিগো অবলা
কাঁদায়॥

(এমন সময়ে কৃষ্ণকান্তের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। কিরণ আমি এসেছি।

(সকলে বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল)

১ম বাবু। Who is he Sham ?

২য় বাবু। I think he is mad.

১ম বাবু। কে তুমি ? বেরিয়ে যাও (পরে কিরণের দিকে চাহিয়া) কিরণ তুমি ওকে চেন ?

কিরণ। (সবিস্ময়ে) কই কখন ত ওকে দেখিনি, বোধ হয় পাগল !

কৃষ্ণ। (হাসিয়া) রাগ করেছ কিরু ? কদিন আসি নাই ব'লে, রাগ ক'রো না। আচ্ছা আমি প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, আর কখন তোমায় ছেড়ে থাক্‌বো না (বসিল)।

২য় বাবু। বসলো যে (১ম প্রতি) ওহে গতিক বড় ভাল নয়। চল অন্য বাড়ী যাওয়া যাক্, পয়সা দিয়ে এ কি বেয়াড়া ব্যাপার বাবা ! (গমনোদ্যত)

কিরু। আপনারা উঠবেন না (কৃষ্ণকান্তের প্রতি) যাও এখান থেকে।

কৃষ্ণ। (হাসিয়া) তা যাচ্ছি। আর কেন মনঃকষ্ট দাও কিরু? তোমার কাছে ক্ষমা চাইলুম্, এখনও রাগ ক'রে রইলে? এস আমার নিকটে, আমি তোমার পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাচ্ছি।

কিরণ। এস উঠে এস।

(কৃষ্ণকে লইয়া একটু আড়ালে গিয়া রুক্ষ স্বরে বলিল যাও, এখান থেকে চলে যাও; নচেৎ অপমানিত হবে)

কৃষ্ণ। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) সত্যি যেতে হবে? (পরে মাথা নাড়িয়া) হুঁ বুঝেছি—এখন আমার অর্থ নেই, এখন আর ভালবাসবে কাকে?

কিরণ। যদি বুঝে থাক আমি সুখী হলুম—এখন যেতে পার তুমি।

কৃষ্ণ। যাচ্ছি; কিন্তু কিরণ আমি যে এখনও কিছু বুঝতে পাচ্ছি না, তিন দিন আগেত তুমি আমার ছিলে—

কিরণ। উত্তর দেবার সময় নেই, শুধু মুখে ভালবাসলে ত আমাদের পেট চলে না, তিন দিন আগে তোমার

টাকা ছিলো, যাও এখন—আমি চল্লুম। (গমনোদ্যত)

কৃষ্ণ। একটু দাঁড়াও কিরণ (আবেগে কম্পিত কণ্ঠে) আমি সব ছেড়েছি কিরণ—পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন সব ছেড়েছি (পদদ্বয় ধরিয়া) আমায় ক্ষমা ক'র আমায় আশ্রয়হীন ক'রো না।

কিরণ। একি আপদ, যাও, আমি যাই (গমনোদ্যত)

কৃষ্ণ। আপদ আমি বেশ চল্লুম! কিরণ, তুমি সুখী হও। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা—তোমার জীবনযৌবন চিরস্থায়ী হ'ক্। (কিছুদূর গিয়া) কিরণ সত্য কি তুমি আমায় ত্যাগ করলে।

(কিরণ উত্তর না দিয়া যাইতেছিল, কৃষ্ণকান্ত তাহার হাত ধরিল)

কৃষ্ণ। কিরণ আর একটু দাঁড়াও।

কিরণ। (রুষ্ট স্বরে) ছাড়্ বল্‌চি বদমাস্ (সজোরে হাত ছাড়াইবার চেষ্টা ও টানাটানিতে হস্তের বলয় খুলিয়া পড়িল)

(উপর হইতে কিরণের চীৎকারে বাবুরা নামিয়া আসিতেছিল। তাহারা সকলে বারাণ্ডা হইতে পাহারা-ওয়ালা ডাকিল। যেই সময় কৃষ্ণকান্ত বালা কুড়াইয়া কিরণকে দিতে যাইতেছে, এমন সময় পাহারাওয়ালা

আসিয়া (কৃষ্ণকান্তকে ধরিল। কৃষ্ণকান্ত ভয়ে বিস্ময়ে যেন একরূপ হইয়া গেল।)

পুলিস। কি হয়েছে বিবি সাহেব ?

কিরণ। আমি বসে ছিলুম ঘরে, এমন সময় এই লোকটী এসে বল্‌লে একটা কথা আছে। আমার ঘরে লোক ছিল, আমি বল্লুম, আমি যেতে পারবো না, লোকটা বিশেষ অনুরোধ কল্লে, আমি বাধ্য হয়ে উঠে এইখানে এলুম, তুই একটা কথা কয়ে যেই অন্যমনস্ক হয়েছি, অমনি আমার বালা খুলে লয়ে পালাবার উপক্রম করলে, তার পর তুমি এসে ধরলে।

পুলিস। (কৃষ্ণকান্তকে গামছা দিয়া বাঁধিয়া) এই শালা আও থানা মে। (সঙ্গে সঙ্গে রুলার গুতো প্রদান)

কৃষ্ণ। পাহারাওয়ালাজী একটু দাঁড়াও ! (কিরণের প্রতি) কিরণ তুমি ঠিক করেছো, হয়ত তুদিন পরেও আমার এ নীচ কাজ পর্য্যন্ত কত্তে হতো। তোমায় বেশ্যা ভেবে ভালবাসিনি কিরণ, স্ত্রীয় চেয়েও বেশী ভাল বেসেছিলুম। তার বেশ প্রতিদান দিলে ; কিন্তু আমি যদি ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করে থাকি, যদি যথার্থ সতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে থাকি,

তাহ'লে তোমায়ও আমার মত রাস্তায় ভিখিরী হতে হবে। যে রূপের ফাঁসে আমার মত হত-ভাগাদের বন্দীকর, সেরূপও আর থাকবে না (সম্মুখে ফিরিয়া) যদি আমার মত হতভাগ্য কেউ থাক। আমায় দেখে সাবধান হও; নচেৎ আমার মত হ'তে হবে, তাই বলছি ভাই সব সাবধান। চল পাহারাওয়ালাজী। (কৃষ্ণকান্তকে লইয়া পাহারা-ওয়ালার প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—শিবমন্দির; কাল-রাত্রিদ্বিপ্রহর।

পুরোহিত ও আড্ডাস্থিত গুণ্ডাগণ।

পুরো। ভাই সব এইবার সব চুপ্ কর; তার আসবার সময় হয়েছে, যে যেমন ভাবে লুকাইত আছ, সে সেই ভাবে থাক্‌বে (চারি দিকে দেখিয়া) মনে আছেত আমার ঈঙ্গিত, খুব জোরে কাস্‌ব, অমনই বুঝেছত।

১ম। সে সব ভাবনা কর্‌বেন না, আমরা সকলেই প্রস্তুত।

২য়। একটা মেয়ে মানুষকে বাগাতে হবে তার জন্যে

আবার ভাবনা, আমি একাই পঞ্চাশজনের মহড়া নিই।

পুরো। চুপ্ কর ভাই এই সময়, ঐ আস্‌ছে চুপ।
(লুক্কায়িত হওন)
(প্রতিভার বেশে ভবঘুরের পূজার উপকরণাদি লইয়া যেমনই প্রবেশ, পুরোহিত পথ আগলাইয়া দাঁড়াইলেন)

ভব। (স্ত্রী কণ্ঠে) কে তুমি?

পুরো। সুন্দরি! আমায় চিনতে পারলে না, দেখ দেখি, ভাল করে।

ভব। (পূর্ব্ববৎ স্বরে) শিবশঙ্কর রাস্তা ছাড়, নইলে আমি চীৎকার কর্‌বো।

পুরো। আমি বুক পেতে দিচ্ছি, তুমি চলে যাও, প্রতিভা এস, আর কেন আমায় কষ্ট দাও। তুমি যা চাও, তাই দেবো, তোমায় নিয়ে দেশান্তরে চলে যাব, শুধু মুখ ফুটে বল একবার (হস্তধারণ করিতে উদ্যত হইলেন)

ভব। (সরিয়া গিয়া চীৎকার করণ ও হাত তালি দেওন)
(পুরোহিত সজোরে কাশিলেন ও গুণ্ডাগণের আগমন)

পুরো। বাঁধ, মুখ বেঁধে নিয়ে যাও আড্ডায়। (হরিদেব

ও পাহারাওয়ালাদের আগমন ও সকলকে বন্ধন)

ভব। (ছদ্মবেশ উন্মোচন করিয়া) শিবশঙ্কর ! সতীর সহায় স্বয়ং সতীরাণী বুঝলেত, এখন যাও জেলে, যে রিপুর বশে অন্ধ হয়ে আত্মহারা হয়েছিলে, এখন তার প্রতি-ফল পাও।

হরি। (সক্রোধে) পিশাচ ! ভ্রাতার ন্যায়, বন্ধুর ন্যায় ভাব্‌তুম, তার এই প্রতিফল ! রোস্, তোর উপযুক্ত দণ্ড দিচ্ছি, (হস্তস্থিত যষ্ঠির দ্বারা পুরোহিতের পদে সজোরে আঘাত ও পুনরায় মারিতে উদ্যত)

ভব। (বাধা দিয়া) থাক, যথেষ্ট হয়েছে, চিরদিনের মত চিহ্ন থাক্‌বে।

(রাজলক্ষ্মীর বেগে প্রবেশ)

রাজ। (হরিদেবের হাত ধরিয়া) ছেড়ে দাও বাবা এবারকার মত। আমি ওকে কাশী নিয়ে যাব ; আর এদেশে রাখব না। বাবা, আমার কথায় বিশ্বাস ক'রে এবারকার মত ক্ষমা কর।

হরি। (প্রণামান্তে) আপনি অত কাতর হবেন না। (পাহারাওয়ালাদের প্রতি) যাও, অই সব গুণ্ডা-লোকদের নিয়ে যাও।

১ম পা। বাবু সাহেব বক্‌সিস্।

হরি। এখান যাচ্ছি, সকলকে সন্তুষ্ট করবো।

[পুলিসের সেলাম করিয়া গুণ্ডাদের লইয়া প্রস্থান]।

পুরো। (স্বগতঃ) তাই ত! সব গুলিয়ে গেল যে। আমি যে এখনও ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। ব্রাহ্মণ কি আমি, বর্ণগুরু কি আমি, না না, চণ্ডাল—আমি কি কাজ ক'রেছি, কি কাজ করতে উদ্যত হ'য়েছিলুম; কিন্তু এসব মহাত্মা আমায় ত মায়ের একটা কথায় ক্ষমা ক'ল্লেন। হে মা চণ্ডি! ক্ষণপ্রভার মত একবার আলোক দিয়ে সন্তানকে আর ঘোর অন্ধকারে রাখিস্ নে মা, এ আলোক যেন আমার কর্ত্তব্যপথ দেখায়, এই আমার প্রার্থনা।

রাজ। (পুরোহিতের প্রতি) এখনও নির্ব্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ; ওঁদের পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাও, আমায় স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা কর, যত দিন জীবন ধারণ কর্ব্বে পরস্ত্রী মায়ের মত দেখ্‌বে, সুরা গোরক্তবৎ ত্যাগ করবে।

পুরো। (হরিদেবের পদ ধারণে উদ্ধত, হরিদেবের বাধা দেওন)

হরি। ও থাক্ হ'য়েছে।

পুরো। (ভবঘুরের প্রতি) হে মহাত্মা ব্রাহ্মণ, আপনার পদে কোটী কোটী প্রণাম—আপনি ঈঙ্গিতে নিষেধ করেছিলেন শুনিনি—তার ফল নারায়ণ দিলেন; কিন্তু আজ থেকে আপনি আমার গুরু (কাঁদিতে লাগিলেন)

ভব। শিবশঙ্কর যত পার এখন কাঁদ, তোমার ও অনুতাপের অশ্রু যতক্ষণ না তোমার পূর্ব্বকৃত পাপ ধৌত করে। আশীর্ব্বাদ করি বৎস, ঈশ্বর তোমার নূতন জীবন দান করুন!

পুরো। (রাজলক্ষ্মীর পদদ্বয় ধারণ করিয়া) মা এমুখে কোন্ লজ্জায় তোমার কাছে ক্ষমা চাইব; কিন্তু আশা আছে মনে, পুত্র যতই কু হ'ক না কেন, মা তাকে ক্ষমা করবেনই। মা তুমি আমায় ক্ষমা ক'র।

রাজ। (উঠাইয়া) বাছা, আমি তোমায় হৃষ্টমনে ক্ষমা কল্লুম।

হরি। (রাজলক্ষ্মীর প্রতি) আপনি শিবশঙ্করকে নিয়ে যান, রাত্রিও প্রায় শেষ হ'লো।

রাজ। বাবা, আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তুমি যেমন আজ আমার প্রাণে আনন্দ দিলে, ঈশ্বরও তোমার প্রাণে এই রকম আনন্দ দেবেন, তবে আসি বাবা—

(ভবঘুরের ও হরিদেবের প্রণাম)

[উভয়ের প্রস্থান।

হরি। (ভবঘুরের প্রতি) আমি থানায় যাই, আপনি একটু বিশ্রাম নিন্।

[নমস্কার করিয়া প্রস্থান]।

ভব। বেশ, একপালা হ'য়ে গেল, একঘণ্টার মধ্যে এত কাণ্ড হ'য়ে গেল যে আমি তা সংয়ের মত দাঁড়িয়ে দেখলুম। এইমাত্র যাকে পিশাচ ব'লে মনে করেছিলুম, যাকে দণ্ড দেবার জন্য কত নূতন নূতন দণ্ডের কল্পনা করেছিলুম, একটা ঘটনার ওলটপালটে তাকে দয়ার চক্ষে দেখ্‌লুম, (আকাশের দিকে চাহিয়া) বেশ খেলা খেলছিস্ মা। এমন অকৃতজ্ঞ আমরা, যে সময়ে সময়ে তোর উপরও বিশ্বাস হারাই।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—কিরণের গৃহ।

কিরণ সেই ভালবাসার লোকটার সহিত মদ খাইতেছিল।

লোক। (জড়িত কণ্ঠে) দেবে না তা হ'লে?

কিরণ। (উত্তেজিত স্বরে) না, আর একটা পয়সা পর্য্যন্তও দেব না, আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা! বন্ধু, জান কি তুমি কতটা বিশ্বাস, কতটা

আদর তোমায় দিতুম—যদি জান্‌তে! তাহ'লে প্রতারণা, জুচ্চুরি ধাপ্পা বাজী সব ছেড়ে আমার দিকে চেয়ে থাক্‌তে। (মদ্যপান) তাকি তোমাদের মনে ধরবে? যে প্রাণ দিয়ে ভাল বাসবে, তার প্রতি ফিরেও চাবে না; যে ঘৃণা করবে, গালাগালি দেবে, তার দোরে মাথা খুঁড়্‌বে, এইত তোমাদের ব্যবহার, এইত——

লোক—(বাধা দিয়া বিরক্ত ভাবে) চুপ্‌ কর—দেবেনাত, বাস, আমায় অন্যত্র দেখ্‌তে হ'বে (অন্য দিকে চাহিয়া) ঈশ্বর জানেন, আমার অন্তর। যেখানে থাকি, যেখানে যাই মনটা এইখানেই পড়ে থাকে, দেখাবার হ'তো দেখাতেম। (মদ্যপান)

কিরণ। ওসব খুব জানি, আমাদের অনেকের সহিত মিশ্‌তে হয়, মন চেনা, লোক চেনা, ইতর ভদ্র আমরা যেমন সহজেই চিন্তে পারবো তেমন আর কেউ পারবে না। ও লুকোচুরি আমার সঙ্গে কেন? আমি পয়সা দেব, তুমি যাবে—অপরের কাছে নয়—আমি বড় বোকা—যাও, তোমার মুখ দেখতে আর ইচ্ছা হয় না—বেইমান,——

লোক। কেন কিরণ এভাবে আমাকে অপমান করছো,

তার চেয়ে স্পষ্ট কথায় ব'ল যে "আমার গৃহে এস না।"

কিরণ। অপমান আমি কচ্ছি? এর মধ্যে সব ভুলে গেলে, কি করেছিলুম আমি। তুমি আসনি ব'লে অভিমান ক'রেছিলুম, এইত আমার অপরাধ! তুমি সটান কি না বেশ দুকথা শুনিয়ে দিলে! চোখের উপর কুমুদিনীকে নিয়ে চলে গেলে; আমায় দেখিয়ে গেলে একটু লজ্জা হ'ল না, একটু ভাবনা হ'ল না যে, কার অর্থে, কার সম্মুখ দিয়ে তাকে লয়ে যাই (মদ্যপান) উচিত ছিল, আবার যখন এগৃহে এসেছিলে, চাকর দিয়ে গলাধাক্কা দিয়ে বহিষ্কৃত ক'রে দেওয়া, তাহ'লে তোমার ও মুখও আর দেখ্‌তে হ'ত না।

লোক। তার জন্যত সহস্রবার তোমার নিকট হ'তে করযোড়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'রেছি, একটা দোষের কি ক্ষমা নাই?

কিরণ। যে দোষ করেছো তুমি, যদি চিরদিন এমনই ক'রে আমার পায়ের তলায় প'ড়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'র্ত্তে, তাহ'লেও কখন তোমায় মার্জ্জনা করতুম না। যাও এখনও বল্‌ছি মানে মানে সরে যাও। অনেক

ভাল বাসতুম ব'লে, এখনও কিছু বলছি না—যাও (মদ্যপান)

লোক। কিরণ—আমি প্রতিজ্ঞা করছি—

কিরণ। থাক, থাক, প্রতিজ্ঞা ক'রে ফেলনা, তোমার কথায়, তোমার প্রতিজ্ঞায়, আমার খুব বিশ্বাস আছে—এখন যাও,—বিরক্ত ক'রো না। (মদ্যপান) শুধু কি ভাব্‌তে যে স্ত্রীলোক ভালবাসতে জানে, তা যতই উৎপীড়িত হউক না কেন? যতই অপমানিত হউক না কেন? এখন বুঝছোত—যে পরিমাণে আমরা ভালবাস্‌তে পারি, তদপেক্ষা ঘৃণা কর্‌তেও জানি? কত দিন সহ্য হয়? অর্থ দিয়ে, জীবন দিয়ে, তোমাদের সুখের জন্য, তোমাদের আনন্দের জন্য, আমাদের জীবনটা নরকের দিকে লয়ে যাই, আশা কি? এই ব্যর্থ জীবনটা একটু সুখের জন্য—এইত আশা। কত বড় স্বার্থান্ধ তোমরা, তাও দিতে তোমাদের কষ্ট হয় (মদ্যপান) যাও, এখনও বসে আছ।

লোক। আমায় মার্জ্জনা কর, যদি—

কিরণ। না, আর কোন কথা শুন্‌বো না—যাও।

(উঠিয়া যাইল)

লোক। খুব অপমান ক'ল্লে; আচ্ছা এইবার দেখব তুমি কেমন সয়তানী, এতদিন কিছু বলিনি যখন নিজেই মরবার জন্য এগিয়েছো—"

(কিরণকে আসিতে দেখিয়া মদ্যের বোতলে মরফিয়া ও কাঁচা-পারা মিশাইয়া দিলেন)

(কিরণের পুনঃ প্রবেশ)

কিরণ। এখনও যাওনি ? বসে আছো, মনে করেছো, মনোস্তুষ্টি ক'রে টাকা নিয়ে যাবে। সে দিন গেছে, বুঝ্‌তে পারছ না তুমি—যার শুধু চক্ষের ঈঙ্গিতে শত শত টাকা দিয়েছি সে এমন, মুখের উপর জবাব পেয়েও ব'সে রইলে। আশ্চর্য্য! (মদ্যপান) (বোতল দূরে নিক্ষেপ) একি তীব্র আস্বাদ! সয়তান কিছু মিশিয়ে দিয়েছে, দাঁড়াও আমি পুলিস ডাকি।

লোক। (দুইহাতে কিরণের গলা টিপিয়া) কেমন গালা-গালি কর। (গলামর্দ্দন করিতে লাগিল কিছু পরে কিরণ অচেতন হইলে, কিরণকে শোয়াইয়া) তাইত চাবি কোথায় (ইতস্তত খুঁজিতে খুঁজিতে বালিসের তলা হইতে চাবি লইয়া) আলমারি হইতে টাকা লইয়া অনেক দিনের সংকল্প আজ কার্য্যে পরিণত করিলাম। দুবৎসর এখন কুমুকে নিয়ে কাশীতে পায়ের উপর

পা দিয়ে রাজার হালে বাস কর্‌বো। (পরে কিরণের গাত্র হইতে সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া লইল) থাক এমনি ভাবে শুয়ে, যখন জ্ঞান হ'বে, তখন দেখ্‌বে রাস্তার ভিখিরী, আবার যে রোজকার কর্‌বে সে পথও বন্ধ—কাঁচাপারা বাবা—কাঁচা পারা।—

[নিঃশব্দে প্রস্থান।

—•—

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—আড্ডাগৃহ; কাল—মধ্যাহ্ন।

(বচনানন্দ ও তাহার বন্ধুর কথোপকথন, ভবঘুরের নিকটস্থ জানালার পথে দাঁড়াইয়া শ্রবণ)

বন্ধু। তারপর—তার পর।

বচন। তার পর—গুরুদেব যেমন ইঙ্গিত কর্‌লেন, সব বেটাত লাফিয়ে চলে গেল, আমি ভাবলুম যদি কিছু

ফ্যাসাদ বাধে কাজ নেই বাবা—অনেকদিনের প্রাণটা কিনা, অনেক বিপদে পড়ে এসব কাজে বিস্তর অভিজ্ঞতা পেয়েছি! বসে ভাবছি, দেখিনা পুলিস, অমনি তিন লাফে একেবারে ঘোষেদের জঙ্গলের ভেতর! শুনলুম, সব ব্যাটাদের দু তিন মাস ক'রে জেল হ'য়েছে। আর আমার গুরুদেব ত শয্যাগত! আমি যেতেই ব'ল্লে কিনা বচনানন্দ! তুমি আর আমার বাড়ীতে এস না, আমার ত্রিসীমা মাড়িও না। অপমানে, ধিক্কারে, চলে এলুম—আমার নাম উমেশ দত্ত—আমি রইলুম, আবার তোমার নরকের পথে টেনে আনবোই আনবো।

বন্ধু। ঠিকত, যার জন্যে তুমি এত কাণ্ড করলে সে ব'ল্লে কিনা "এস না আমার বাড়ীতে" কিন্তু দাদা, এর প্রতিশোধ নিতেই হ'বে। আমি আসি এখন, সন্ধ্যার সময় পরামর্শ করা যাবে।

[প্রস্থান।

বচ। কিন্তু কি উপায় (ভাবিতে ভাবিতে পায়চারি, হটাৎ ভব ঘুরেকে দেখিয়া) তাইত সর্ব্বনাশ! ব্যাটা বোধ হয় সব শুনে ফেল্লে। যাহোক আমি যেন ওকে দেখ্তে পাইনি, এমনি ভাব দেখিয়ে গুপ্ত সাধক বলে

ওর মনে ধারণা করে দিই। (পরে যোড়হস্তে) মা ইচ্ছাময়ী আর কত দিন সন্তানকে এভাবে ঘুরাবি মা তুইতো আদেশ করেছিস, বৎসরাবধি তোমায় যদি কেউ সাধক ব'লে জান্‌তে পারে তোমার সমস্ত সাধনা সমস্ত তপস্যা নষ্ট হবে। আমিও সেই ভয়ে সমাজের কাছে, লোক চক্ষুর কাছে এক জন বদমাইস ব'লে পরিচিত হ'য়েছি; কিন্তু সময়তো হ'য়ে এলো। দুটো মাস কোন রকমে কাটিয়ে দিতে পারলেই আমার ইষ্ট সিদ্ধি! (স্বগত) একটা গান গাইতে হবে—কিন্তু কই মনে আসছে না ত, কি করি কি করি—হয়েছে মনে—

গীত।

"মা আমায় ঘুরাবি কত।
ও চোক ঢাকা বলদের মত।

তাইত আর মনে আসছে না তার পরকি—
ভালজ্বালাতনে পড়লুম ত (মনে মনে আবৃত্তি)
চোক ঢাকা বলদের মত—তারপর তারপর
ভাবিতে ২ (বিরক্ত হইয়া) দূর হ'ক ছাই
মনে পড়েছে গাই কাঁদতে হবেত

(সরিয়া গিয়া কেস্ হইতে তৈল লইয়া চক্ষে দেওন)

(আমার) কি দোষ দেখে ঠেললি পদে।
ওমা তারা ত্রিনয়নী।
আমি পাইনা ভেবে দোষটা আমার—
(কেবল) কাঁদি দিবা রজনী॥
ভেবে ভেবে হচ্ছিসারা, একবারনেমে আয় গো তারা
(আমি) বক্ষ পেতে আছি বসে, (তুই) দাঁড়া এসে শিবরাণী॥
স্বামীকে যে রাখে পদে, পুত্রের তরে সেকি কাঁদে,
(তবে) আশা একটা রাখি হৃদে স্নেহ যেমা নিম্নগামী!!

(ভবঘুরের প্রবেশ)

ভব। (গম্ভীর ভাবে) উমেশদত্ত—তোমার গানের ঘটা, বাক্যের ছটা সাধকের মত হলেও তোমার মুখের ভিতর হতে পাপের ছবি গুলি আমি বেশ সুন্দর রূপে দেখতে পাচ্ছি। তোমায় আর একদিন বলেছিলুম—মনে আছে কি ?

বচনা। দুমাস যেতে দিন, দুমাস পরে আমায় অন্য ভাবে দেখ্‌তে পাবেন।

ভবঘু। আমি অনেকক্ষণ এসে লুকিয়ে তোমার বন্ধুর সঙ্গে তোমার কথোপকথন শুনেছি। উমেশ আমি তোমার পূর্ব্ব পরিচয়ও অতিকষ্টে সংগ্রহ করেছি,

এখনি যদি কাশীর মুন্না বাইজীর হত্যাপরাধে তোমায় ধরিয়ে দিই এবং তোমার স্বরূপ মূর্ত্তিতে পরিচিত করে দিই, তাহলে বুঝতে পার্ছো—

বচন। (সভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পদতলে পড়িয়া) দোহাই আপনার—এবারকার মত ক্ষমা করুন, জীবনে কখন এখানে আসব না, জীবনে কখন একাজে যাব না—আমায় ছেড়ে দিন; আমি অন্য কোথাও চলে যাই।

ভব। তোমায় বিশ্বাস নেই, আমি থানায় সংবাদ দিয়েছি, এখনি তারা এসে পড়বে। তোমার মত স্বার্থপর কুক্কুরকে সমাজের বক্ষের উপর নির্ভয়ে বিচরণ করিতে দিতে আমার সাহস হয় না।

বচ। (কাঁপিতে কাঁপিতে জড়িত কণ্ঠে) একবার বিশ্বাস করুন, একবার আমাকে ছেড়ে দিন। যদি কখন দেখেন এখানে—

ভব। বেশ, চল আমি তোমাকে সঙ্গে করে গাড়িতে তুলে দে আসি। টাকা আছে?

বচনানন্দ। যথেষ্ঠ আছে। তবে আসুন আমার সঙ্গে।

ভব। এখনও সাবধান উমেশ, আর কখন ও যদি এদেশে

দেখি, আর ক্ষমা বা দয়া করবো না। একেবারে দীপান্তরে পাঠিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হব।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—হরিদেবের গৃহের নিকটস্থ পুষ্করিণী ; কাল—রাত্রি।

(কৃষ্ণকান্ত পুষ্করিণীর পাহাড়ে বসিয়া ভাবিতেছিলেন)

কৃষ্ণ। এইত সম্মুখে স্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণী ; একবার জীবনের মায়াত্যাগ করে, ইহার ভিতর আশ্রয় লইলেত আমি ভাবনার দায় থেকে, চিন্তার হস্ত থেকে ইহজীবনের মত অব্যাহতি পাই। "আত্মহত্যা মহা-পাপ"—কে বলে ? সেত আর ইহজীবনে আমি দেখতে পাব না ? পর জন্মে, পরজন্মে ত আমি নরকের কীট হয়ে জন্মাব, তখন ত আমার এ সুখদুঃখের অনুভূতি থাকবে না। কি ছিলাম, এখন কি হয়েছি ! দেবতার ন্যায় পিতা—তাঁর মাথা হেঁট করেছি ; মাতার বুকে শেল বিঁধেছি ; পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রীর সহস্র অনুরোধ পদাঘাত করে, ঘৃণিত বেশ্যার সেবায় দিন কাটিয়েছি, শেষে চৌর্য্য-অপবাদে জেলেও

পচেছি? না এ মুখ আর সমাজে দেখাব না, কিছুতে না, তবে শেষ ইচ্ছা প্রভার সঙ্গে একবার দেখা (হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে) না তার সঙ্গে দেখা হলে বোধ হয় পারবোনা, এইখানেই শেষ করি (উদ্দেশে পিতা-মাতাকে প্রণাম করিয়া) আমাকে ক্ষমা করবেন, এ অধম সন্তান আপনাদের চরণে অনেক অপরাধ করেছে! প্রভা! চল্লুম—জন্মে জন্মে যেন তোমার মত স্ত্রী পাই, তবে যেন তোমার স্বামীর উপযুক্ত হয়ে (ঊর্দ্ধে চাহিয়া) জগদীশ্বর! চরণে স্থান দিও, (জলে ঝম্প দিবার উপক্রম) কিন্তু (ভবঘুরে কর্ত্তৃক ধৃত হইল)

ভব। যখন যে কাজ করবে, বালক, তখন তোমাদের বিবেচনা করবারও কি একটু সময় থাকে না। যখন যে দিকে তোমাদের বাসনা জাগবে, সহস্র বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা ক'রে সেই পথেই ছুটবে—ভালমন্দ বিচারও করবে না।

কৃষ্ণ। কে তুমি? আমার এ আনন্দে বাধা দিলে? হায়! স্বার্থপর মনুষ্য এইটুকু সুখও কি তোমার হৃদয়ে সহ্য হ'ল না। যত দিন এ পৃথিবীতে এঁসেছি, দুঃখের সহিত বাস করেছি, নিন্দা আমার অঙ্গের

আভরণ! বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ ক'রেছি; কিন্তু নিজেকে ব্রাহ্মণ ব'লে পরিচয় দেবার ক্ষমতা বা গৌরব হারিয়েছি। (চুপ করিলেন, নয়ন হইতে অবিরল ধারা বহিতে লাগিল, পরে চাহিয়া) জান কি তুমি—নরক আমার সিংহাসন ছিল, নারকীগণ আমার পারিষদ ছিল, একটা ঘৃণিতা নারী আমার হৃদয়রাণী ছিল, শেষে একদিন স্বপনের মত তা চ'লে গেল, চোখে চেয়ে দেখ্‌লুম আমি জেলে—কপর্দ্দকহীন, ভিক্ষুক, অথচ একদিন ছিল যেদিন আমি তোমার মত ছিলুম, তোমার মত জ্ঞান উপদেশ অনেককে দিতুম, এত দুঃখে এত মনঃকষ্টে আমি বর্ত্তমানের তাড়না থেকে নিশ্চিন্ত হ'তে যাচ্ছিলুম, কেন তুমি তাতে বাধা দিলে?

ভব। যুবক বর্ত্তমানের অপেক্ষা যদি ভবিষ্যতের চিন্তা ভাব্‌তে, তা হ'লে বোধ হয়, তোমাদের এত কৃত-কার্য্যের অনুতাপ ক'র্ত্তে হ'ত না। ভাব দেখি, যখন রিপুর বশে, যৌবনের উত্তেজনায়, অর্থের সাহায্যে আপনাকে নরকের দিকে লইয়া চলিলে, তখন যদি একবার ভবিষ্যতের দিকে চাইতে, তখন যদি বুঝ্‌তে, এটা আপাততঃ মধুর কিন্তু পরিণাম কি; যদি একবার

চিন্তা করতে, এই দেখ বর্ত্তমানের হস্ত হ'তে উদ্ধার পাবার জন্য এমন একটা কাজে উদ্যত হয়েছিলে; যাতে শত শত জন্ম তোমায় শুধু অনুতাপ ক'রে কাটাতে হ'ত।

কৃষ্ণ। কে আপনি দেবতা? যদি দয়া ক'রে আমায় জীবন দান কর্‌লেন, তবে আমায় উদ্ধার করুন। কে আপনি?

ভব। (সুরে) এখন আছিস ভুলে তুই নারীর প্রেমে,
ভাল কথা তোর যাবে না কানে।

কৃষ্ণ। (পদদ্বয় ধরিয়া) দেবতা, ঈঙ্গিতে বুঝালেও, উপদেশ দিলেও তখন বুঝিনি। এখন বুঝিছি মহাত্মা! এবার হাতে পেয়েছি, আর ছাড়্‌বো না।

ভব। বৎস, উঠ (হাত ধরিয়া উঠাইলেন) পশ্চাত্তাপের অশ্রু তোমার স্বকৃত পাপরাশি ধৌত ক'রে দিয়ে গেছে! এখন চল বৎস, তোমার পিতামাতার নিকটে—

কৃষ্ণ। দেব, আপনি ত বুঝ্‌তে পাচ্ছেন, আমার হৃদয়ের অবস্থা। মনের দুর্ব্বলতায় আমি যে কাজ ক'রেছি, বোধ হয় তাঁরা আমায় ক্ষমা কর্‌বেন না।

ভব। যুবক, বোঝ কি পিতামাতার স্নেহ, ভালবাসা, পুত্রের উপর কতটা; ভেবে দেখেছ কি পিতামাতা

পুত্রদের সুপথে আনবার জন্য তাদের সুশিক্ষা প্রদানের জন্য যে দণ্ড দেন, তার কতখানি তাঁদের স্কন্ধে পড়ে, ভেবে দেখেছ কি? যাক্ এখন চল তাঁদের চরণ বন্দনা কর্‌বে। এটী ঠিক যেন কৃষ্ণকান্ত, পুত্র যতই বড় হউক না কেন, পিতা মাতা, তাদের চিরকালই শিশুর মত দেখে, এস।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—পুরোহিতের গৃহ; কাল—প্রাতঃকাল।

(বৃন্দাবন ও রাজলক্ষ্মীর কথোপকথন)

বৃন্দা। এখন কি করা যায় রাজু? ইচ্ছাত করেছিলুম, এইবার শিবশঙ্করকে ল'য়ে কাশীতে যাব। কিন্তু দশ জনে বল্‌ছে, এখানে অবস্থান করতে, তারা এইখানে একটী সংস্কৃত পাঠাগার করবে। দশের অনুরোধ, আমি তার অধ্যাপক হই।

রাজ। এ যে, কঠিন মীমাংসা নাথ, এক দিকে বিদ্যাদান—ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, অন্য দিকে তোমার নিত্য বিশ্বেশ্বর দর্শন, সমস্যা-জ্ঞানহীনা আমি,—আমি কি করে পূরণ করি।

বৃন্দা। আমি নীজের জন্য কোন চিন্তা করি না, সমাজের কাজে, যদি আমি আত্মনিয়োগ করি, তা হ'লে আমার নিত্য বিশ্বেশ্বরদর্শনের পুণ্য হ'বে। তবে এখন তোমার অভিরুচি।

রাজ। হে স্বামী, আমি যেখানেই থাকি, তোমা ছাড়া ত থাকি না। তোমার সেবা যে আমার নিত্যধর্ম্ম, তবে বিশ্বেশ্বরদর্শন—তিনি ত সকলের দেবতা; এ যে আমার সম্মুখে মনুষ্য মূর্ত্তিতে বিশ্বেশ্বর! তুমিই আমার অন্তরে বাহিরে রয়েছ।

বৃন্দা। আমি তা বেশ জানি, তোমারই পুণ্যফলে, তোমারই কাতর প্রার্থনায়, শিবশঙ্করের জ্ঞানদৃষ্টি উন্মুক্ত হ'য়েছ। যদি তোমার মত সকলে স্বামীকে ভক্তি, ঈশ্বরে বিশ্বাস, এবং ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে চলে যেতো, সংসারে বোধ হয়, এত কষ্ট, এত দুঃখ থাকত না।

(রাজলক্ষ্মীর প্রস্থান ও পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরো। (প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইলেন)

বৃন্দা। (আশীর্ব্বাদ করিয়া) এস বাবা, ওরা ত কিছুতে ছাড়ছে না। বিশেষতঃ হরিদেব আর তার ভগ্নী। তুমিত ত সব জান, এখন কি করি বল দেখি ?

পুরো। না মামা, আমরা ছাড়ব না, আমাদের যদি উদ্ধারই ক'ল্লেন, সুশিক্ষা দান করুন।

বৃন্দা। তাই হ'বে বাবা, তাই হবে। তবে বাবা, এ বিদ্যা বড় কঠিন। দুখানা পাতা প'ড়ে কিম্বা দুটো বর্ণ পরিচয় হ'লে, এ বিদ্যা হওয়া অসম্ভব। এ ভাষার সহিত পরিচিত হ'তে হ'লে বিলাসিতা ত্যাগ কর্‌তে হ'বে। তবে যদি জ্ঞানলাভের জন্য না শিখে অর্থোপার্জ্জনের জন্য এ বিদ্যালাভ কর্‌তে হয়, সে অন্যরূপ। সহরে আজকাল অনেক বিদ্যালয় আছে, যেখানে দশকর্ম্ম পর্য্যন্ত পাঠ করে একটা শিরোরত্ন কি শিরোমণি হ'য়ে ব'সে বেশ দুপয়সা সংস্থান কর্ত্তে পারা যায়। কিন্তু যদি প্রকৃত জ্ঞানলাভের জন্য এই ভাষা আয়ত্ত কর্‌তে হয়, তবে রীতিমত সাধনাকর্‌তে হ'বে; এখন বুঝ্‌তে পার্‌বে না, আগে ভাষার সহিত পরিচিত হও, ক্রমে সহজে অল্প আয়াসে তা বুঝতে পারবে, চল আমার পূজার সময় হয়েছে, তুমি একটু শোও দুর্ব্বল শরীর (উভয়ের প্রস্থান)

(মাতঙ্গীকে লইয়া রাজলক্ষ্মীর প্রবেশ)

মাত। আর যে পারছিনা মা, বুকের ভেতর জ্বলে গেল, নিশ্বেস ফেলতে যে পাচ্ছিনা মা—

রাজু। একটু চুপ্‌ কর মা, শিবুকে ডেকেছি, এসে পড়লো।

মাত। উঃ প্রাণ যায়! কই মা তিনিত এলেন না—

রাজু। একটু দাঁড়াও মা, আমি ডেকে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

মাত। এযে মৃত্যুযন্ত্রণার অধিক; যেমন কর্ম্ম ক'রেছি তেমনি দণ্ড দিয়েছো নারায়ণ। কে বলে ধর্ম্ম নেই! আছে, যেমন আমি তুমি আছি, তেমনই চিরকাল ধর্ম্মও আছে, যে স্বামী আমার প্রত্যক্ষ দেবতা, যে স্বামী সতীনারীর কাছে ঈশ্বরের চেয়েও বড়, সেই স্বামীকে কি না বলেছি, কি না করেছি, এখন তার—উঃ জ্বলে গেল (বসিয়া পড়িলেন)

(পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরো। একি? কি হ'য়েছে মাতু?

মাত। স্বামী, নাথ, আমায় শূলবেদনায় ধরেছে, আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।

পুরো। আমি যাচ্ছি, চিকিৎসক নিয়ে আস্‌ছি, এখনি সেরে যাবে, ভয় কি মাতু, ঈশ্বরের স্মরণ লও।

(গমনোদ্যত)

মাত। না, তুমি যেয়োনা, মামীমা বলেন, স্বামীর পাদো-

দক পান কর্‌লে এখনি আরোগ্য হ'য়ে যাবে। তুমি আমার কাছে এস, আমি তোমার চরণামৃত পান করি।

পুরো। ভুল শুনেছো মাতু, আমার মত পাষণ্ডের পাদোদক পান ক'ল্লে কিছুই হ'বে না, আমি যাই, দেরি হ'য়ে যাচ্ছে।

মাত। না না, যেওনা, তুমি দেবতা। আমার ইহকাল পরকালের প্রত্যক্ষ দেবতা। স'রে এস, দাও বড় যন্ত্রণা।

পুরো। (সরিয়া গেলেন) (মাতঙ্গী পাদোদক পান করিলেন ও বক্ষে লেপন করিলেন)

মাত। (কিছুপরে উঠিয়া) আরত কিছু যন্ত্রণা নেই, স্বামী, গুরু, আমায় ক্ষমা ক'রো।

(পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন)

পুরো। (উঠাইয়া) একি মাতু, তুমিও কি পাগল হ'লে ? তুমিত কখন কিছু অন্যায় করনি, যার জন্যে আমি তোমায় ক্ষমা ক'র্‌বো।

মাত। তুমি দেবতা, তোমার মনে থাকে না ; কিন্তু এ হতভাগিনী তোমার সহিত অনেক দুর্ব্যবহার করেছে ; তুমি আমায় ক্ষমা ক'র।